BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1062 ♦ Friday 18 July - Thursday 24 July 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

রণক্ষেত্র গোপালগঞ্জ
নিহত ৪ : আহত শতাধিক

● আওয়ামীলীগের প্রতিরোধে পিছু হটলো এনসিপি ● কারাগারে হামলা ● সতর্ক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

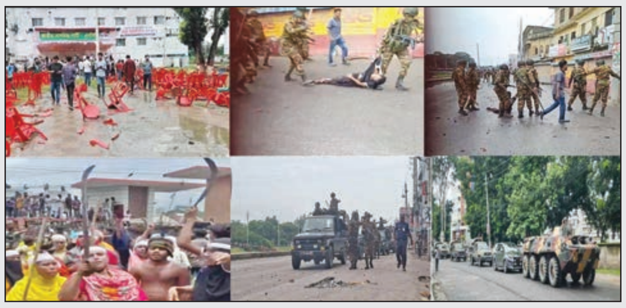

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই পদযাত্রা ঘিরে দিনভর দফায় দফায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন। হামলাকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে চারজন নিহত, অন্তত নয়জন গুলিবিদ্ধসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। এ ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে হামলার পাশাপাশি কারাগারেও হামলা চালানো হয়েছে। দেশব্যাপী বিরাজ করছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সর্বত্র।

এদিকে আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের ভয়াবহ প্রতিরোধের মুখে পড়েন এনসিপি নেতারা। প্রাণ বাঁচাতে তারা আশ্রয় নেন গোপালগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে। পরে অবস্থান নেওয়া জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যানে (এপিসি) করে সেখান থেকে বের হন। পরে তাঁরা সাঁজোয়া যানে করেই গোপালগঞ্জ ছাড়েন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

১লা জুলাই থেকে সারা দেশে মাসব্যাপী জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার গোপালগঞ্জে 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' ঘোষণা করেছিল এনসিপি। এই কর্মসূচি ঘিরে সকাল নয়টার পর থেকে বিকেল পর্যন্ত চার দফায় হামলা চালান কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সদর উপজেলার কংশুরে পুলিশ সদস্য ও তাঁদের গাড়ি, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), শহরের পৌর পার্কে এনসিপির --১৬ পৃষ্ঠায়

জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগ কাজে লাগাতে হবে : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে বুধবার এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, জুলাই শহীদদের স্বপ্ন বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই সুযোগকে কাজে লাগাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশের পথে দৃপ্ত পদভারে একযোগে সবাই এগিয়ে যাবো আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। --১৬ পৃষ্ঠায়

শেখ রেহানা পরিবারের ৩০০০ শতাংশ জমি!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এক পরিবারের সদস্যদের নামে ৪১টি দলিল। আর সেসব দলিলে ৩ হাজার শতাংশের বেশি পরিমাণ জমি। যেন রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। এই গল্প সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা পরিবারকে ঘিরে। শেখ রেহানার স্বামী শফিক আহমেদ সিদ্দিক, তার দেবর তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ পরিবারটির সদস্যদের নামে শুধু গাজীপুরেই মিলেছে ৩ হাজার ৯ শতাংশ জমি। দুর্নীতি দমন --১৬ পৃষ্ঠায়

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ৪ লেবার এমপি বরখাস্ত

পোস্ট ডেস্ক : দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ৪ লেবার এমপিকে বরখাস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার।

তারা হলেন, নীল ডানকান-জর্ডান, ব্রায়ান লেইশম্যান, ক্রিস হিনচলিফ এবং র‍্যাচেল মাসকেল। এখন থেকে সংসদ সদস্যরা হাউস অফ কমন্সে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে বসবেন। এছাড়া আরও তিনজন লেবার এমপি - রোজেনা অ্যালিন খান, বেল রিবেইরো-অ্যাডি এবং মোহাম্মদ ইয়াসিন - তাদের বাণিজ্য দূতের পদ থেকে সরে এসেছেন।

লেবারের জ্যেষ্ঠ সূত্রগুলি আরও এমপিদের বরখাস্ত করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি, যার মধ্যে পূর্ববর্তী সংসদ সদস্যদের --১৬ পৃষ্ঠায়

৮৬৪ স্থানে হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফলক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সারা দেশে ৮৬৪ স্থানে জুলাই শহীদ স্মৃতিফলক স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতিক। বুধবার চট্টগ্রাম মহানগরীর বহদ্দার হাট মোড়ে স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প নির্মাণ --১৭ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০ মাসে ৩৫৫৪ খুন

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যেন ফিঁকে হয়ে আসছে। অপরাধিরা দলীয় ব্যানারে ওপেন অপরাধ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ হত্যা, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, নারী ধর্ষণ এখন দেশে ওপেন সিক্রেট হয়ে পড়েছে। সেনা বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের জন্য মাঠে থাকা বাহিনীগুলো নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। যার কারণে কঠিন এক সংকটে পড়েছে বাংলাদেশ। গত ১০ মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে দেশে (২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত) তিন হাজার ৫৫৪ জন খুনের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে ডাকাতি হয়েছে ৬১০টি, দস্যুতা এক হাজার ৫২৬টি, দাঙ্গা ৯৭টি, ধর্ষণ চার হাজার ১০৫টি, এসিড --১৬ পৃষ্ঠায়

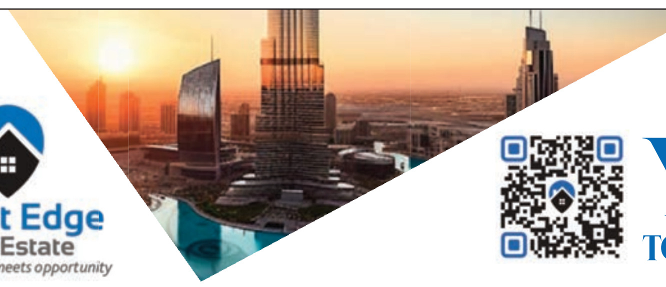

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
57, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."

TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

বিবিসিসিআই ইয়ুথ ফোরামের কমিটি গঠন সম্পন্ন

ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই)-এর ইয়ুথ ফোরামের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ০৯ই আগস্ট বুধবার লন্ডনের প্রধান কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় এ কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি রফিক হায়দার এবং সঞ্চালনা করেন ডাইরেক্টর জেনারেল ব্যারিষ্টার দেওয়ান মাহদি। প্রগ্রামের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দ ফোরকান হোসাইন। সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি প্রফেসর শাহগীর বখত ফারুক, সাবেক সভাপতি এম আর চৌধুরী মাহতাব, সংগঠনটির ডিরেক্টর আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, মুহিব চৌধুরী, ডক্টর সানাওয়ার চৌধুরী, কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর হক, ফাইন্যান্স ডিরেক্টর হেলাল উদ্দিন খান, লন্ডন রিজিয়ন এর প্রেসিডেন্ট মনির আহমেদ, ইস্ট অব ইংল্যান্ড এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর শাহানুর খান।

ইয়ুথ ফোরামের নতুন কমিটিতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মোঃ রাসেল হোসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল পদে মোস্তাক নাদিম সানি, ট্রেজারার পদে মাহিদ রাজা চৌধুরী এবং সাংগঠনিক পদে মনোনীত হয়েছেন নাজমুল হুদা।

কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন: ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ফোরকান হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইফতেখার আহমেদ সিদ্দিকী, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কারিম, প্রেস সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান সাফি, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি ওয়ারকান হাসান, স্পোর্টস সেক্রেটারি খন্দকার হোসাইন আহমেদ ইমন, এক্সিকিউটিভ সদস্যবৃন্দরা হলেন, মোঃ তওফিকুল আলম, হাসনাত চৌধুরী, ইফতেখার জিসান, আকমল রনি।

বিবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি এম আর চৌধুরী মাহতাব-কে ইয়ুথ ফোরামের উপদেষ্টা হিসেবে ঘোষণা করা হয় সভা থেকে।

সভায় বক্তারা বলেন, টেকনোলজি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে তরুণরা ব্যবসা ও উদ্যোক্তা জগতে আরও বেশি করে যুক্ত হচ্ছে। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও ডিজিটাল দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তারা নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তুলছে, কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরি করছে। তরুনদের নিয়ে বিবিসিসিআই এর নতুন উদ্যোগ ইতিহাসের এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। ইয়ুথ ফোরামের নতুন এই নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্যাপকহারে তরুণদের ব্যবসা বানিজ্যে সম্পৃক্ত, নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণদের সোসাইটির মূলধারার ব্যবসায় সম্পৃক্ত করতে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সায়াদ আহমদ অসুস্থ সকলের দোয়া কামনা

যুক্তরাজ্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সায়াদ আহমদ সাদ অসুস্থ। তিনি গত ১৩ জুলাই রোববার বিকেলে অনাকাঙ্ক্ষিত এক দুর্ঘটনায় ডান হাতে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হন। তার হাতের হাড় ভেঙ্গে গুরুতর আহত হয়েছেন।পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৫ জুলাই মঙ্গলবার সকালে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে তার ডান হাতের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তার হাতের তিন জায়গায় হাড় ভেঙে গেছে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে। তার সুস্থতার জন্য তিনি সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

অসুস্থ সায়াদ আহমদ সাদকে দেখতে সোমবার সন্ধ্যায় তার পূর্ব লন্ডনের বাসায় যান প্রজন্ম'৭১ ইউকের আহ্বায়ক সাংবাদিক মোঃ বাবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের সহসভাপতি মোঃ মাহবুব আহমদ। তারা অসুস্থ সাদের সাথে তার বাসভবনে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। তার দ্রুত সুস্থতার জন্য তারা সবার দোয়া চেয়েছেন।

এদিকে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার শেষে সায়াদ আহমদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন। তাকে দেখতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তার পূর্ব

লন্ডনের বাসায় গিয়ে শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

লন্ডনে আল্লামা দুবাগী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)'র ৫মে বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল সম্পন্ন

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী শীর্ষ ওলিয়ে কামিল, প্রখ্যাত বুযুর্গ, ইউকে ওলামা সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকের প্রতিষ্ঠাতা, লন্ডন দারুল হাদীস লাতিফিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, শায়খুল হাদীস, উস্তাযুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, রঈসুল কুররা, মুফতিয়ে আযম, হযরত আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব কিবলাহ (রহঃ) এর পঞ্চম বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল বৃহস্পতিবার ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহি ঈসালে সাওয়াব মাহফিল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন তাঁর বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন দুবাগী ছাহেবের ছোট ছাহেবজাদা ক্বারী মহবুবুর রহমান চৌধুরী।

মাহফিলে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত পীর-মাশায়িখ, আলিম-উলামা এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহির মুরীদীন, মুহিব্বীন ও সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা দুবাগী ছাহেবের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, মিনহাজুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন এর ডাইরেক্টর আল্লামা সাদিক কোরেশী আল-আজহারী, মুহিউল ইসলাম মসজিদের খতীব আল্লামা শের আহমদ বারকাতি, রাখালগঞ্জ মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল আল্লামা হবিবুর রহমান চাতকী, ইউকে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সাবেক সভাপতি শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জলিল, লন্ডন নিউক্রস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে দুবাগী, মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী, সাবেক মন্ত্রী আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী, ফাইজানে ইসলাম মসজিদের খতীব আল্লামা সানাউল্লাহ ছেটি, লন্ডন দারুল হাদিস লতিফিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ইলিয়াস হোসেন, যুক্তরাজ্য

আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সভাপতি মাওলানা নজরুল ইসলাম, দুবাগী সাহেবের নাতি মাওলানা মুহিউস-সুন্নাহ চৌধুরী আল-আজহারী, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী, জামিয়াতুল উম্মাহ লন্ডনের সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ফারুকী, লতিফিয়া উলামা সোসাইটির সভাপতি মাওলানা শিহাব উদ্দিন, লেস্টার দারুস সালাম মসজিদের খতিব হাফিজ মাওলানা আব্দুল জলিল, উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজারের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আমিনুল ইসলাম জলঢুপী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লন্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজের প্রফেসর ডঃ হেলাল আহমদ, শেডওয়েল জামে মসজিদের সাবেক খতিব মাওলানা নুরুল ইসলাম, লন্ডন দারুল হাদিস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, বাংলাদেশি ইসলামিক সেন্টার, লজেলস, বার্মিংহাম এর ইমাম মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল-হুমাইদি, এনফিলড জালালিয়া মসজিদের ইমাম মাওলানা আলী আহমদ, লন্ডন আল-ইসলাহ ডিভিশনের সভাপতি হাফিজ মাওলানা কয়েছুজ্জামান, উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজারের কোষাধ্যক্ষ ক্বারী ইউনুস আহমদ, আল-ইসলাহ টাওয়ার হ্যামলেটস্ শাখার সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আজিজ, হাফিজ মাওলানা ওহিদ উদ্দিন সিরাজী, হাফিজ খায়রুল ইসলাম।

মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, হাফিজ মাওলানা মারুফ আহমদ, মাওলানা এহসানুল হক(বার্মিংহাম), হাফিজ নাজিম উদ্দিন, হাফিজ মতিউল হক, হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন, মাওলানা হবিবুর রহমান, হাফিজ মাওলানা সাজ্জাদুর রহমান, প্রফেসর মিসবাহ উদ্দিন, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, হাফিজ মাওলানা গুফরান আহমদ অলি, হাফিজ শানুর আহমদ, ক্বারী সুফিয়ান বিল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন কুরআন সুন্নাহ তথা দ্বীন ইসলামের সঠিক মর্মবাণী ও দর্শন লেখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে আদর্শ দ্বীনদার সু-নাগরিক সৃষ্টিতে অসাধারণ অবদান রাখেন আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব রাহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর একজন চৌকস ইসলামী ব্যক্তিত্ব। কুরআনের খেদমত, ইসলাম প্রচার, মুরিদদের তালিম-তারবিয়াতসহ নানা খেদমতের পাশাপাশি তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ

রচনা করেন। তিনি ছিলেন দল-মতনির্বিশেষে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। যিনি শরীয়ত ও মারেফাতের অতি উচ্চ মর্যাদাশালী আল্লাহর অলী। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেন।

যুক্তরাজ্যে তিনি "লেস্টারের ছাহেব" হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লামা দুবাগী ছাহেব জৈনপুরী-ফুলতলী মতাদর্শের প্রথম আলিমে দ্বীন যুক্তরাজ্যে আগমন করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি সর্বপ্রথম বৃটেনে এ মছলকের ভিত্তিস্থাপন করেন। লেস্টার দারুস সালাম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুক্তরাজ্যে এ মসজিদই মছলকের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ মসজিদই তিনি সর্বপ্রথম ব্রিটেনে দারুল কেরাত চালু করেন।

আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী, ঈসালে সাওয়াব মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, সুধী মন্ডলী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ব্রিকলেন জামে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষকরে লন্ডনের বাহিরের দূর দূরান্ত বিভিন্ন শহর থেকে আগত সবাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে তারা উপস্থিত হয়ে এ মোবারক মাহফিলকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন। অনেকে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ তালা সবাইর এ মেহনতকে কবুল করেন।

এ মহতী অনুষ্ঠানে মীলাদ পাঠান্তে দোয়া পরিচালনা করেন দুবাগী ছাহেবের সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী। সর্বশেষে শিরনি বিতরণের মাধ্যমে

প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

"প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ" এর উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভাঅনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের মাঈদা গ্রিল অ্যান্ড ব্যাংকুইটিং হলে। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকারনিশ্চিতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ব্যারিস্টার জজ বেলায়েত হোসেন এবংসঞ্চালনায় ছিলেন সদস্য সচিব ব্যারিস্টার বদরে আলম দিদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন প্রবাসী বিভিন্ন সামাজিক, মানবাধিকার ও পেশাজীবীসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন জাজ বেলায়েত হোসেন, ব্যারিস্টার নজরুল কয়েস, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, ব্যারিষ্টার নাজির আহাদ, সলিসিটর আব্দুল মালিক, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক নবাব উদ্দিন, ব্যারিষ্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান, ইমাম হাসনাত চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম শাহীন, সলিসিটর আব্দুল হালিমসরকার, আসাদুজ্জামান শাফী (রাইটস অফ দ্য পিপল), ব্যারিস্টার সাজিদ উদ্দিনতালুকদার, সাইফুর রহমান পারভেজ (লিগ্যাল কনসালট্যান্ট), এবং আরও অনেকে। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট এমাদ চৌধুরী, প্রতিস্টাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, সিনিয়র সাংবাদিক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সানরাইজ টুডের সম্পাদক এনাম চৌধুরী, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত বাবলুল হক, সাংবাদিক বদরুদ্দো জামান বাবুল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির মধ্যে অন্যতম হলো ভোটাধিকার নিশ্চিতকরা। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেওতাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। এই অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবেপ্রচার-প্রচারণা চালানো ও সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক যোগাযোগ বাড়ানোর আহ্বানজানান তারা।

সভায় প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা নিয়েএকটি খসড়া কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়।

এবাদুর রহমানের সাফল্য

জামাল আহমদ, স্কানথর্প: এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ব্রিটেনে পারি জমিয়েছিলেন হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার স্নানঘাট গ্রামের কৃতি সন্তান এবাদুর রহমান।

ইউনিভার্সিটি অফ হাল থেকে-ইন্টারন্যাশনাল ল কনপ্লিক্ট, সিকিউরিটি এন্ড হিউম্যান রাইটসের ওপরে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন।

এবাদুর রহমান পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান তাঁর বড় এক বোন এবং ছোট দুই বোন রয়েছে।

এবাদুর রহমানের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা তারা মনে করেন এবাদুর রহমানের এই সাফল্য ব্রিটিশ কমিউনিটিতে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

এবাদুর রহমান বলেন এই সাফল্যের পিছনে মা বাবার দোয়া ও স্ত্রীর অনুপ্রেরণা রয়েছে তাছাড়া তার স্বপ্ন বাংলাদেশে ফিরে মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করে এছাড়াও তিনি বৃটেনের বেশ কয়েকটি কমিউনিটি সংগঠনের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন নর্থ বাংলা প্রেসক্লাব ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের স্কানথর্প শাখার জয়েন্ট ট্রেজারার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অভিনন্দন

এবাদুর রহমানের এই সাফল্যে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নর্থ বাংলা প্রেসক্লাব ইউকের সভাপতি শহিদুর রহমান জামাল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-আজিজ কোষাধক্ষ্য এনামুল আলম সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এছাড়া গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্টে এন্ড ওয়েলফেয়ার ইন ইউকে স্কানথর্প শাখার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহিদুর রহমান জামাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শাহ আব্বাস আলী, জয়েন্ট সেক্রেটারি এনামুল আলম ,কোষাধক্ষ আব্দুল্লাহ আল আজিজ সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি - জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে

মিটফোর্ড হাসপাতালের চত্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে এক নিরীহ ব্যক্তিকে পাথর দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে।

আজ শুক্রবার (১১ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বলেন, “মানবতার বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়া এ ধরনের বর্বর ও অমানবিক হত্যাকাণ্ড কোনো সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জড়িত সব অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করছি। অপরাধী যেই হোক, তার পরিচয় বা প্রভাব যাই থাকুক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতেই হবে।”

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, “এ ঘটনা আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির প্রতিচ্ছবি। দিনেদুপুরে জনসমক্ষে এমন পাশবিকতা শুধু অপরাধীদের দুঃসাহসকেই নয়, বরং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতার চিত্রও স্পষ্ট করে তোলে। প্রশাসনের প্রতি আমাদের জোর দাবি-অতি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।”

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ আসগর হুসাইন, সভাপতি ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তাছাদ্দুক আহমদ, হাফিজ সৈয়দ তামীম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা আশফাকুর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শামছুল আলম কিয়ামপুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি হাফীজ মাওলানা ইলিয়াছ, মুফতি শাহ হিফজুল করীম মাশুক, মাওলানা আখতারুজ্জামান, সহ-সেক্রেটারি মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, হাফিজ জিয়া উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, হাফীজ মাওলানা মাছুম আহমদ, ট্রেজারার হাফিজ রশীদ আহমদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ওলীউর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা খালেদ আহমদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামছুল ইসলাম এবং সহ-প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই, মিডিয়া সেক্রেটারি আরিফুল ইসলামসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী চাঁদাবাজি, অপরাধের বিস্তার ও নাগরিক নিরাপত্তার অভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি-দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জানমাল রক্ষায় সরকারকে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। এটি শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য।”

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দ নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

লন্ডনে শাহ জালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

সিলেট শহরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে এর উদ্যোগে এক আউটডোর গেট-টুগেদারের অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় আড়াই শত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী পরিবার সহ এতে অংশ নেন। গত ১৩ই জুলাই (রবিবার) লন্ডনের রোওডিং ভেলি ক্রিকেট ক্লাবে আয়োজিত এ মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামেয়ার সাবেক ভাইস-প্রিন্সিপাল আব্দুস শাকুর।

দিনব্যাপী এ আয়োজনের মধ্যে ছিল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ফুটবল খেলা, দড়ি টান, বারবিকিউ সহ বাচ্চাদের জন্য বাউন্সি ক্যাচল ও রাফেল ড্র ।

আকর্ষণীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জামেয়ার বিভিন্ন ব্যাচের আটটি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশগ্রহন করে। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ২০০১ ব্যাচ ও রানার্সআপ হয় ২০০৭ ব্যাচ। পোরু টুর্নামেন্ট পরিচালনার দ্বায়িত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র জামিল চৌধুরি ও মোঃ মুক্তাদিজ্জামান।

মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন এর কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া পুরস্কার বিতরণী পর্ব পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মন্জুর হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান কো-অর্ডিনেটর আমির খসরু।এ সময় প্রধান অতিথি আব্দুস শাকুর বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তোলে দেন। এতে অথিতি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মাসরুর ও শাব্বির আহমেদ কাউসার।

উপস্থিত ছিলেন সাবেক দুই শিক্ষিকা মাহমুদা জাহান সুজি ও শাহিদা নূর। এ সময় আল্যামনাই এসোসিয়েশনের ইউকে এর পক্ষ থেকে ভাইস প্রিন্সিপাল আব্দুস শাকুর কে সম্মাননা ক্রেস্ট তোলে দেন সাবেক ছাত্র মকছুদ এলাহি ছাবের ও শাব্বির আহমেদ কাউসার।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বক্তব্য আব্দুস শাকুর বলেন, দেশে-বিদেশে নিজ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে তার ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবন সফল হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, জীবনে সফল হতে হলে সব কাজে সততা ও নিষ্ঠা চর্চার কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে নিয়মানুবর্তিতা চর্চায় কোন ছাড় দেয়নি আমি; ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে মাঝে মধ্যে কঠোর হতে বাধ্য ছিলাম।কেবলই একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়াই ছিল ইচ্ছা’।

এছাড়া বার্ষিক এ মিলন-মেলায় আকর্ষণীয় রাফেল ড্রয়ে আল-সাফা ট্রেভেলস এর স্পন্সর করা উমরাহ টিকেট জিতে নেন কনিষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্র আব্দুল ওয়াহিদ।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর আমির খসরু বলেন, জামেয়া এল্যামনাই ইউকে কর্তৃক এটাই ছিল আমাদের প্রথম আউট ডোর অনুষ্ঠান।এবছর বার্ষিক মিলন মেলায় যারা অংশ নিতে পারেননি আগামীতে তারা অংশ নিবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।এ জন্য আল্যামনাই এসোসিয়েশন ইউকে এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেছেন তিনি।

দিনব্যাপী আয়োজনের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ইয়ামিনুর রহমান রুবেল, গোলাম জিলানি, আহমাদ জাকি আল আদিল, মুহি মিকদাদ, মারুফ রহমান, মুহাম্মদ মঞ্জুর হক, শারমিন আজিজ, রুবা জাহরা, তাকিয়া সালমা বুসরা। স্পন্সর সহযোগীতায় ছিল সাপোর্টিং কেয়ার ও আল-সাফা ট্রাভেলস।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দোয়া মাহফিলে বক্তাগণ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বক্তাগণ বলেন, রাজধানীর পুরান ঢাকার মিটফোর্ডে ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগকে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে ও পাথর নিক্ষেপ করে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় গোটা জাতি আজ শোকাহত, ক্ষুব্ধ ও বাকরুদ্ধ। তারা বলেন, এ বর্বর ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই। এমন জঘন্য অপরাধের দৃশ্য দেখে দেশবাসী স্তম্ভিত।

বক্তাগণ বলেন, শত শত মানুষের সামনে প্রকাশ্যে মাথায় পাথর মেরে একজন মানুষকে হত্যা করার এমন বিভৎসতা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। এই নিষ্ঠুরতা যেন হুবহু সেই অন্ধকার জাহেলি যুগের নির্মমতা ও বর্বরতার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। বক্তারা অবিলম্বে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত যুবদল সংশ্লিষ্ট সকল সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

গতকাল শুক্রবার (১১ জুলাই ২০২৫), পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী দোয়া দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে ‘জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের এক বছর পূর্তি’ উপলক্ষে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে শহীদদের মাগফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন: মাওলানা নাজিম উদ্দিন - সহ-সভাপতি, যুক্তরাজ্য শাখা, হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন - প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মাওলানা আজিজুর রহমান - সমাজকল্যাণ সম্পাদক, হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী - নির্বাহী সদস্য, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লন্ডন মহানগর সহ সভাপতি , হাফিজ শরিফ উদ্দিন বায়তুলমাল সম্পাদক, লন্ডন মহানগর শাখা, আলহাজ আহমদ আলী - নির্বাহী সদস্য।

দোয়া মাহফিলে সোহাগ হত্যার বিচারসহ চলমান ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের সফলতা কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

লন্ডনে শিশু লেখিকা কমলগঞ্জের জয়নাব চৌধুরী রচিত "মাই প্রাইমারি জার্নি থ্র কেইলি" গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসব

সালেহ আহমদ (স'লিপক): বৃটেনের লন্ডনস্থ টাওয়ার হ্যামলেটসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি লেখিকা, কেইলি প্রাইমারি স্কুলে ১১ বছরের শিশু জয়নাব চৌধুরী রচিত "মাই প্রাইমারি জার্নি থ্র কেইলি" গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস্থ কেইলি প্রাইমারি স্কুলে বার্ষিক সামার ফেয়ার অনুষ্ঠানে স্কুলের ইয়ার-৬ এর ছাত্রী, ১১ বছরের শিশু জয়নাব চৌধুরীর লেখা প্রথম বই "মাই প্রাইমারি জার্নি থ্র কেইলি" জনসম্মুখে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানমালায় ছিল অতিথিদের বক্তৃতা, লেখিকার নিজস্ব পাঠ, স্বাক্ষর বিতরণ, ছবি তোলা এবং বইয়ের প্রচ্ছদের আদলে তৈরি একটি বিশেষ কেক কাটা। অনুষ্ঠানে বইটি কিনে নেওয়ার সুযোগ ছিল সবার জন্য। বই বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ কেইলি স্কুলের শিক্ষামূলক প্রকল্পে ব্যয় করা সিদ্ধান্ত, যা লেখিকার নিঃস্বার্থ ও অলাভজনক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে এবং ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর এবং উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক লেখক জয়নাব চৌধুরীকে "ইয়াং অথর এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড" প্রদান।

কেইলি প্রাইমারি স্কুলের এক গর্বের ও অনুপ্রেরণামূলক মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক টম ফস্টার। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তার উপস্থাপন করেন স্কুলের উপ-প্রধান শিক্ষক নিকি পিয়ার।

প্রধান অতিথি ছিলেন স্ট্যাচুটরি ডেপুটি মেয়র, শিক্ষা, যুব ও আজীবন শিক্ষাবিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য, কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার। এছাড়াও কাউন্সিলর আব্দুল মান্নান, কাউন্সিলর জেমস কিং, কেইলি স্কুলের গভর্নিং বডি ও স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি রেজাউল হুসেইন সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, স্কুল গভর্নর, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ এবং জয়নাব চৌধুরীর পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিরা তাদের বক্তব্যে শিশু জয়নাবের এই অসাধারণ সাফল্যকে শিক্ষার উৎকর্ষতা ও তরুণ সৃজনশীলতার প্রতীক হিসেবে প্রশংসা করে বলেন, জয়নাব বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটসের সবচেয়ে কনিষ্ঠ লেখিকা এবং সিলেটের সর্বকনিষ্ঠ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি লেখিকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার এই বইটিতে তিনি তার প্রাইমারি স্কুল জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে হোমওয়ার্ক, এসএটিএস, শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা, সৃজনশীল শিক্ষা এবং প্রশংসা ও স্বীকৃতির ইতিবাচক প্রভাব বইটিতে ফোটে উঠেছে।

তারা আরো বলেন, মাত্র ১১ বছর বয়সে লেখা এই বইটি শিশুদের জন্য এক বাস্তব ও শক্তিশালী বার্তা বহন করে। বইটিতে জয়নাব শিখিয়েছেন কীভাবে চ্যালেঞ্জের মাঝেও মনোযোগ ধরে রাখা যায়, কিভাবে সৃজনশীলতা দিয়ে পড়াশোনাকে আনন্দদায়ক করা যায় এবং কিভাবে শিক্ষা প্রতিদিনের একটি আনন্দময় অভিযানে পরিণত হতে পারে। এমনকি কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও তিনি নিয়মিত হোমওয়ার্ক করে গেছেন এবং স্কুল খোলার পর সেইসব কাজ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে উপস্থাপন করে "হেডটিচার অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করেন।

অতিথিরা বলেন, শিক্ষা এবং পরিবারের সম্মিলিত অনুপ্রেরণাই যে একজন শিশুর আত্মবিশ্বাস ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি তা বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও অভিভাবকরা সন্তানের প্রচেষ্টায় আগ্রহ দেখানো এবং শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে তাঁদের প্রশংসা করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে রচনায়। একটি পুরস্কার কার্ড বা সার্টিফিকেটের জন্য বাড়িতে একটি হাসি বা উচ্ছ্বাস, একটি শিশুর জীবনে বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে। বইটি জয়নাবের পক্ষ থেকে কেইলি প্রাইমারি স্কুলের প্রতি একটি কৃতজ্ঞতার উপহার। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা গড়ে তুলেছে আজকের জয়নাবকে। তারা আশা করেন, অন্যান্য শিশুরাও এই বই পড়ে অনুপ্রাণিত হবে এবং নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

কেইলি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক টম ফস্টার তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের স্কুলের গর্ব জয়নাব চৌধুরী রচিত "মাই প্রাইমারি জার্নি থ্র কেইলি" বইটি বর্তমানে লন্ডনের বিভিন্ন স্কুল, লাইব্রেরি ও অনলাইনে পাওয়া যাবে। এটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয় বরং শিশুদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এবং এর সমস্ত আয় স্কুলের শিক্ষামূলক প্রকল্প উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে।

কেবল পরিবার কিংবা স্কুলের গর্বই নয়, বৃটেন তথা আন্তর্জাতিক বাংলাদেশি কমিউনিটির গর্বের প্রতীক হয়ে উঠা শিশু লেখিকা জয়নাব চৌধুরীর পিতা বৃটেনের লন্ডন দ্য কেয়ারার সেন্টারের সভাপতি হাসান চৌধুরী তার মেয়ের এমন প্রতিভায় মহান আল্লাহ তালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সবার কাছে তার মেয়ের জন্য দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, সবচেয়ে কনিষ্ঠ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি লেখিকা, "মাই প্রাইমারি জার্নি থ্র কেইলি" গ্রন্থ রচয়িতা জয়নাব চৌধুরী বৃটেনের লন্ডন দ্য কেয়ারার সেন্টারের সভাপতি হাসান চৌধুরীর কন্যা। তাদের পারিবারিক শিকড় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ছলিমবাড়ি। জয়নাবের দাদি রুনা বেগম কমলগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা এবং তার প্রয়াত দাদা ছিলেন ঢাকাস্থ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট।

বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম ঐতিহ্যবাহী লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে কমপ্লেক্সের হল রুমে কার্যকরী পরিষদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন লতিফিয়া আঙ্গুর মিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, ট্রেজারার হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, জয়েন্ট ট্রেজারার রফিকুল হক লিটন, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমাইদী, মেম্বারশিপ বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় এবং কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সভায় লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের অন্যতম লাইফ মেম্বার উনিশ বাড়ি জামে মসজিদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা জনাব আলহাজ্ব

ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মাওলানা গুলজার আহমদ, হাজী শাহাবুদ্দিন, হাজী আলতাফুর রহমান প্রমূখ।

সভায় কমপ্লেক্সর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গৌছ আহমেদর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং উনার রুহের মাগফেরাত কামনা করে কোরআন তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

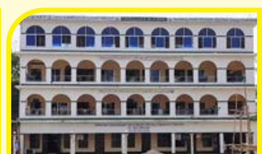
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ৩১ বছর উদযাপন

খালেদ মাসুদ রনি: উৎসবমুখর পরিবেশে ইস্ট লন্ডনের ইমপ্রেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো সিলেটের বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও ৩১বছর পূর্তী উদযাপন। রবিবার (১৩ জুলাই) দুপুরে আয়োজিত অনুষ্টানে বিপুল সংখ্যক ট্রাস্টির উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণে এটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়। ট্রাস্টের সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহর থেকে সদস্যরা লন্ডনে আসতে শুরু করেন। দুপুর হওয়ার সাথে লোকে লোকারাণ্য হয়ে পড়ে হল। দীর্ঘ দিন পর পরিচিতজনদের পেয়ে অনেকে কোলাকুলির পাশাপাশি খোশগল্পে মেতে উঠেন। দুপুরের খাবারের পর শুরু হয় সভা।সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন মাফিজ খান।

সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম রঞ্জু। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টি মাওলানা আব্দুস শহীদ এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আশফাক আহমদ।

স্বাগত বক্তব্যে চেয়ারপার্সন মাফিজ

খান ট্রাস্টের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এরপর সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান বিগত বছরের কার্য্যবিবরণী এবং ট্রেজারার আখলাকুর রহমান আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সভায় সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ট্রেজারার সহ বিপুল সংখ্যক ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন সহ-সভাপতি মিসবাহ উদ্দিন, সহ-সভাপতি প্রফেসর ফরিদ আহমদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান নুরু, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দৌলত হোসাইন এবং কার্য্যকরী কমিটির সদস্য মুহাম্মদ আবুল হোসাইন মামুন, খালেদ খান, নেছার আলী লিলু, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ও শেখ মবশ্বির আলীসহ অনেকে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ট্রাস্টিরা ঐক্যবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন বলে জানান। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং আমাদের পরিচয়-আমরা বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের গর্বিত ট্রাস্টি

কার্ডিফ শাহ্ জালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারেল সেন্টারের নতুন কমিটি গঠন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও বিপুল সংখ্যক মুসল্লীয়ানদের উপস্থিতিতে বৃটেনের ওয়েলস এর রাজধানী কার্ডিফ শহরের ঐতিহ্যবাহী শাহ্ জালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারেল সেন্টারের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১৩ ই জুলাই (রোববার) দূপুর ১২ ঘটিকায় বিদায়ী কমিটি নতুন কমিটির নিকট আন্তরিক পরিবেশে যথাযথ নিয়মকানুন অনুসরণ করে আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে দায়িত্বভার হস্তান্তর করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন, আনহার মিয়া, আখতারুজ্জামান কোরেশি নিপু, মোহাম্মদ জামান ময়নু, বকসি মোহাম্মদ সায়েদ, মোহাম্মদ রাসেল ফিরোজ, রুহুল আলম, মুহিদুর রহমান শাফি, ও রুহেল মিয়া, শাহ্ জালাল মসজিদ কমিটির বিদায়ী সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মুমিন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মাসকুর আহমেদ চৌধুরী টুটুল এর পরিচালনায় গত রোববার ১২ ঘটিকায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত দ্বি-

আগামী দু'বছর এর ২০২৫ ও ২০২৭ সালের জন্য শাহ্ জালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারেল সেন্টারের দু'জন ট্রাষ্টি হচ্ছেন মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও আলহাজ্ব আব্দাল মিয়া।

শাহ্ জালাল মসজিদের নতুন কমিটিতে শাহ্ আতাউর রহমান মধুকে চেয়ারম্যান, কাওছার হোসেইনকে সাধারণ সম্পাদক ও রকিবুর রহমানকে ট্র্বজারার এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

বার্ষিক সভায় আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী ট্রেজারার খায়রুল ইসলাম, ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী সেক্রেটারি দেওয়ান মাসকুর আহমেদ চৌধুরী টুটুল।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনরা বার্ষিক ও আর্থিক রিপোর্ট এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সহ মসজিদের আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় উনাদের সুপরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত ব্যাক্ত করেছেন।

এর পর দ্বিতীয় পর্বে শাহ্ জালাল মসজিদের সাবেক ট্রাষ্টি আলহাজ্ব আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং শাহ্ জালাল মসজিদের প্রাক্তন ট্রাষ্টি আলহাজ্ব মোহাম্মদ রেনু মিয়ার পরিচালনায় আগামী কমিটির নাম একে একে ঘোষণা করার পর উপস্থিত সবাই সর্বসম্মতভাবে পূর্ণ সমথর্ন জ্ঞাপন করেছেন।

সভার শুরুতেই মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা অবদান রেখেছেন যারা আমাদের মাঝে নেই, সবার আত্মার মাগফেরাত, অসুস্থ রুগীদের সুস্থতা কামনা সহ মুসলিম উম্মার সূখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন কার্ডিফ শাহ্ জালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক কালচারেল সেন্টারের খতীব মাওলানা কাজি ফয়জুর রহমান।

পরিশেষে খাবার পরিবেশন করার মাধ্যমে দ্বি-বার্ষিক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলন ইউকের সভা

অবিলম্বে প্রবাসীদের অনলাইনে ভোটার তালিকায় নাম রেজিস্ট্রেশনের আহ্বান

গত ১৪ জুলাই ২০২৫ ইংরেজী তারিখে ইস্ট লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলন ইউকে উদ্যোগে এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠণের আহ্বায়ক সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও সভা পরিচালনা করেন সলিসিটর এম ইয়াওর উদ্দিন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাংবাদিক আমিনুর চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভোটাধিকার আন্দোলনের নেতা ও সাবেক এমপি মোকাব্বির খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মোহাম্মদ রহমত আলী, টিভি ব্যক্তিত্ব মুফতি সালেহ আহমদ, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সদস্য সচিব এম এ বর, সাবেক কাউন্সিলার শাহ আলম, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, মোহাম্মদ আফসর মিয়া ছুটু মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, শিক্ষক নেতা মিসবাহ কামাল, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, মাহবুব

আলী খান স্মৃতি সংসদের সভাপতি আহমেদ সাদিক। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবুল বাশার, মমিনুল ইসলাম, আব্দুল আউয়াল, মোহাম্মদ নুর বক্স, হাজী ফারুক মিয়া, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন -

৩০ বছর ধরে চলমান ভোটাধিকার আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশন আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীদের অনলাইনে নিবন্ধন করে পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী কালিন সরকার প্রদান ডঃ মোহাম্মদ ইউনূস, উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ হয়েছে যে -সরকারের সদিচ্ছা থাকলে প্রবাসীদের যে কোন দাবী আদায় সম্ভব।

সভায় বক্তারা -বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে অন লাইনে ভোটার তালিকায় নাম রেজিস্ট্রেশন শুরু করার আহ্বান জানান।

যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনের রাস্তায় এক আজব কবুতর ঘুরে বেড়াচ্ছে

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, লন্ডন: যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটন শহরের রাস্তায় এক আজব কবুতর ঘুরে বেড়াচ্ছে - একেবারে চকচকে সবুজ রঙের!দেখলে চোখ কপালে উঠবে - সত্যি!

এমন রঙের কবুতর যে হাই স্ট্রিটে দিব্যি হাঁটছে, সেটা না দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না।

পূর্ব মিডল্যান্ডসের ওই শহরে না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই - কারণ কবুতরটা এখন পুরো ইন্টারনেটজুড়ে ভাইরাল। TikTok-এ লাখ লাখ মানুষ ভিডিও দেখছে। সবাই একটাই প্রশ্ন করছে - এই সবুজ রঙটা আসলেই কীভাবে এল? লোকজন বলছে, ওকে প্রায়ই দেখা যায় All Saints Church-এর আশেপাশে।

শহরের মাঝখানে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর লোকজন থেমে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকছে।

নর্থাম্পটনের অ্যাক্টনবুরোকের বসিন্দা নুরুল আমিন চৌধুরী বলেন, ইংল্যান্ডে আমি ১২ বছর ধরে বসবাস করছি। কিন্তু এই প্রথম টাউন সেন্টারে সবুজ ধরনের কবুতর দেখলাম।খুব ভালো

লাগের। আমার মতো অনেকেই দেখছেন। অবাক লাগের এ ধরনের কবুতর দেখে।

মাউন্সের বাসিন্দা বিল্ডার বিলাল আহমেদ বলেন এই প্রথম সবুজ কুতর দেখতে পায়েছি বিবিসি রেডিও অফিসের সামনে টাউন সেন্টারে। দেখে খুব সুন্দর লেগেছে। অনেক সময় দেখলাম। মনের আনন্দে। ভালোইতো লেগেছে। আহ!কি সুন্দর সবুজ কবুতর।

আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের টান্ডুরী শেফ জুনেদ আহমদ বললেন আমি সবাইকে নিয়ে টাউন সেন্টারে গিয়েছিলাম আর সবুজ রংয়ের কবুতর আমি প্রথম দেখলাম।সুন্দর আর সুন্দর। ভালো লাগার আলাদা আনন্দ।

কোক মুজিব বললেন, আমার মতো অনেকেই দেখছেন। আবার অনেক কে গাড়ি থামিয়ে ও দেখছেন। অনেকেই সেলফি ও তুলছেন। ভালো জাগার মজাই আলাদা আনন্দ।

লন্ডনে খতমে নবুওত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জুলাই রবিবার লন্ডনের সর্বদলীয় সংগঠন মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত এর উদ্যোগে বিরাট খতমে নবুওত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ মহান সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ভারত থেকে আগত মেহমান, হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৌহিত্র, আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আশহাদ রশিদী। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত লন্ডন এর সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম। সভায় লন্ডনের সর্বদলীয় উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত হন এবং মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওতের ইতিবাচক কার্‌্যক্রম ও মিথ্যা নবুওতের দাবিদার ভন্ডদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিবাদ- আন্দোলন কর্মসূচি আরো গতিশীল করার জন্য তাওহিদী জনতার প্রতি জোর আহ্বান জানান। সভায় খতমে নবুওত এর সর্ববাদী সম্মত আকিদা বিশ্বাসের অপরিসীম গুরুত্ব ও কাদিয়ানীদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হামল্যাটস এর চেয়ারম্যান মাওলানা হাফিজ শামছুল হক, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী, খতমে নবুওত লন্ডন এর সহ-সভাপতি মাওলানা ডক্টর শুয়াইব আহমদ, সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা ইমদাদুর রাহমান আলমাদানী, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ফয়েজ আহমদ প্রমুখ। সভায় কমিউনিটি নেতা, জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা শাহনূর মিয়া, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, টিভি ব্যক্তিত্ব মুফতি সালেহ আহমদ, হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথীও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ সহ প্রচুর সংখ্যক নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন

কাদিয়ানী সম্প্রদায় খতমে নবুওতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট আকীদাকে শুধু অস্বীকারই করে না, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে 'নবী' বলেও বিশ্বাস করে। (নাউযুবিল্লাহ) একারণে তারা নিজেদের পরিচয়ও দেয় 'আহমদিয়া' বলে। বলাবাহুল্য, এই এক কুফরই এদের কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও অন্যান্য কুফরীর কথা ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। একারণে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কাদিয়ানী মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরী মতবাদ এবং এই মতবাদে বিশ্বাসীরা নিঃসন্দেহে অমুসলিম, কাফির।

বক্তাগন আরো বলেন

খতমে নবুওতের মতো অকাট্য আকীদা অস্বীকার করার পর, নবুওতে মুহাম্মাদীর সমান্তরালে নতুন 'নবুওতে' বিশ্বাসের পরও যারা এদের অমুসলিম পরিচয়ে সংশয় পোষণ করেন তারা হয় যিন্দীক-বেদীন কিংবা জাহিল-মূর্খ। এদেরও কর্তব্য নতুন করে আল্লাহর শেষ রাসূলের

উপর ঈমানকে নবায়ন করা।

বক্তাগন বিশ্ব মুসলিমের মৌলিক মানবাধিকার ও ঈমানী সার্বভৌমত্ব রক্ষার অপরিহার্য দাবি উত্থাপন করে তাঁদের সুচিন্তিত আলোচনায় উদাহরণ দিয়ে বলেন যদি কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের অখন্ডতাকে অস্বীকার করে এবং বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে আরেক 'বাংলাদেশে'র গোড়াপত্তন করে আর ঐ কল্পিত রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে, আলাদা নির্বাহী, প্রশাসন ও বিচারবিভাগ ঘোষণা করে তাহলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়ে দেশপ্রেমিক জনগণ, সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবস্থান কী হবে বা হওয়া উচিৎ? এরপর যদি ঐ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উপর এদেশের কোনো জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় এবং তাদের 'সংস্কৃতি' ও 'রাজনৈতিক পরিচিতি' রক্ষার আবদার জানিয়ে মায়াকান্না করা হয় তাহলে এদের সম্পর্কে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে? এরা কি চিরদিনের জন্য গাদ্দার ও মুনাফিক বলে চিহ্নিত হবে না?

একই কথা কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এ সম্প্রদায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সমান্তরালে আলাদা নবুওতের মিথ্যা দাবি করেও এবং সে দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেও নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়েও ইসলামের পরিচয় ও পরিভাষা ব্যবহার করে চলেছে। আর মুসলিমসমাজে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিক শ্রেণী বিভিন্ন ভাবে এদেরকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে এবং এদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাকে অস্বীকারকারী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সম্প্রদায় সম্পর্কে এরপরও কি কোনো মুসলিম দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারে? আর যেসব মুলহিদ-মুনাফিক এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে থাকে, তাদের গোত্র-পরিচয় সম্পর্কেও কি কোনো মুমিনের সংশয় থাকতে পারে? বক্তাগন দায়িত্বশীল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখন সময়ের দাবি, মসজিদে মসজিদে কাদিয়ানী মতবাদের উপর ব্যাপক আলোচনা শুরু হওয়া। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খতমে নবুওতের অকাট্য আকীদা এবং নবী-যুগ থেকে এ পর্যন্ত নবুওতের মিথ্যা দাবিদারদের ইতিহাস ও পরিণাম সম্পর্কে প্রমাণিক আলোচনা আরম্ভ করা। আমাদের মাসিক ও পাক্ষিক সাময়িকীগুলোতে এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোর ইসলামী পাতাগুলোতেও এ বিষয়ে নিয়মিত আয়োজন থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে, মিথ্যাচারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে জঘন্যতম কাদিয়ানী ফেতনার অপতৎপরতা যে চলতে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। গোটা দেশের আলিম-উলামা, ইমাম-খতীব এবং ইসলাম প্রিয় লেখক-সাংবাদিকের এ বিষয়ে একযোগে আলোচনা ও প্রতিরোধ শুরু করা এখন সময়ের দাবি।

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন

মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,

07904278050

জুড়ীতে ৩ ইউনিয়নে বিএনপির কাউন্সিল সম্পন্ন

জুড়ি সংবাদদাতা : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা শাখার অন্তর্গত তিনটি ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলে ভোটারদের গোপন ভোটে প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউন্সিলরগণ স্বপ্রণোদিত ভাবে উপস্থিত হয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে

ভোট প্রদান করেন। বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয় এবং গণনা শেষে রাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

১০ জুলাই বৃহস্পতিবার গোয়ালবাড়ি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ করা হয়। ৪৩৯ ভোটারের মধ্যে ৪০৮ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রিয়াজ মিয়া। তিনি পেয়েছেন ২৯১ ভোট। অপরপ্রার্থী সিরাজুল ইসলাম বটন ১০৮ ভোট পেয়েছেন। ২৭৯ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সোহেল আহমদ। অপরপ্রার্থী আবুল কালাম ১১৭ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ চান্দ আলী মচু। অপরপ্রার্থী জমির উদ্দিন ১০১ ভোট পেয়েছেন।

এর আগে ফুলতলা ইউনিয়ন নির্বাচনে ৩৮০ ভোটারের মধ্যে ৩৪৯ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তন্মধ্যে ১৫২ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জামাল উদ্দিন সেলিম। অপরপ্রার্থী মোঃ মাসুক মিয়া ৯৮, মোঃ সোয়াগ মিয়া ৬১ ও আব্দুল জলিল ৩৪ ভোট পেয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ১১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। অপরপ্রার্থী ইমতিয়াজ গফুর মারুফ ১০৬, স্বপন মল্লিক ৯২ ও মোঃ আকদ্দছ আলী ২৫ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সর্বোচ্চ ২০০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তজমুল আলী। অপরপ্রার্থী আব্দুল কুদ্দুছ ১৪১ ভোট পেয়েছেন।

পূর্বজুড়ী ইউনিয়ন নির্বাচনে ৩৪৯ ভোটারের মধ্যে ৩১৩ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মুহিদ আলী নামর। তিনি পেয়েছেন ১৮৫ ভোট। অপরপ্রার্থী হারুন মিয়া ১২২ ভোট পেয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত সহিবুর রহমান তুয়েল। তিনি পেয়েছেন ১৮৫ ভোট। অপরপ্রার্থী মোঃ সুজন আহমদ ১১৮ ভোট পেয়েছেন। ১৮৫ ভোট পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জাইন উদ্দিন। এ পদের অপরপ্রার্থী নুর উদ্দিন ১১৭ ভোট পেয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের আহবায়ক ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ডা: মেস্তাকিম হোসেন বাবুল, সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম ও সদস্য মোঃ আব্দুল মালিক।

প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন শিক্ষক দিবাকর দাস, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন প্রভাষক সাইদুল ইসলাম, শিক্ষক নজরুল ইসলাম ও শিক্ষক সেলিম উদ্দিন।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য নাসির উদ্দিন আহমদ মিঠু, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মাছুম রেজা, যুগ্ম আহবায়ক হেলাল উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান আছকরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপহারের ৬০ কার্টন আম গেল ভারতে

সিলেট অফিস : সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপহারের আম ভারতে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) বেলা তিনটার দিকে তামাবিল জিরো পয়েন্ট দিয়ে ট্রাকে করে ৬০টি কার্টনে আমগুলো পাঠানো হয়।

ভারতের আসাম রাজ্যের গুয়াহাটিতে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনারের পক্ষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা অমুল্যানজ্যোতি বড়ুয়া আমগুলো গ্রহণ করেন। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারে কূটনীতির অংশ হিসেবে এ আম পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্থলবন্দর সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ট্রাকে করে আনা আম তামাবিল স্থলবন্দর পৌঁছায়। ট্রাকে ৬০টি কার্টনে ৩০০ কেজি আম ছিল। আমগুলো পাঠানোর কাজ করে তামাবিল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রোজ ভ্যালি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। আম হস্তান্তরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের স্থলবন্দর ও কাস্টমসের কর্মকর্তা, ইমিগ্রেশন পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে তামাবিল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার উপহারের আমগুলো ভারতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

কমলগঞ্জে গর্ত থেকে গ্রেনেড উদ্ধার

কমলগঞ্জ সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বাড়ীর পাশে চাষের জন্য মাটি খুড়তে গিয়ে একটি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। সোমবার (১৪ জুলাই) সকালে পতনউষার ইউনিয়নের শ্রীসূর্য নোয়াগাঁও গ্রামের ওমর মিয়ার বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, পতনউষার ইউনিয়নের শ্রীসূর্য নোয়াগাঁও গ্রামের ওমর মিয়ার বাড়িতে মাখতাবুর রহমানের পরিবারের এক নারী সদস্য সবজি চাষ করার জন্য মাটি খুড়তে থাকেন। একপর্যায়ে শীমের বিজ রোপণের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কয়েকটি গর্ত খুড়তে গেলে একটি গর্ত থেকে ছোট সাইজের একটি গ্রেনেড বের হয়। তাৎক্ষনিকভাবে থানাপুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এই স্থানটিকে সংরক্ষিত করে গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করার জন্য

সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেয়া হয়।

স্থানীয়রা ধারনা করছেন, গ্রেনেডটি মুক্তিযদ্ধের সময় হয়তো এখানে রাখা হয়েছে।

পতনউষার ইউনিয়নের শ্রীসূর্য নোয়াগাঁও গ্রামের পাশেই রয়েছে শমশেরনগর বিমানবন্দর। মুক্তিযদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এই বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে হামলা করেছে।

কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জাফর মো. মাহফুজুল কবির বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছে। গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম্ব ডিসপোজাল টিমকে খবর দেয়া হয়েছে।'

সিলেটে চা দিতে দেরি হওয়ায় খুন

সিলেট অফিস : সিলেটে চা দিতে দেরি হওয়ায় রেস্টুরেন্ট কর্মচারীকে ছুরিকাঘাতে খুনের ঘটনায় প্রধান আসামী আব্বাস মিয়াকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার (১৪ জুলাই) তাকে মহানগর দায়রা জজ আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক রোকনুজ্জামান তাকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আব্বাসের চার ছেলে ঘটনার পর থেকে লাপাত্তা। এখনো তাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

সোমবার (১৪ জুলাই) দুপুরে আব্বাস মিয়াকে আদালতে সোপর্দ করে কোতোয়ালী থানাপুলিশ। শুনানী শেষে বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

এর আগে, রবিবার দুপুরে আব্বাসকে আটক করে পুলিশ। আব্বাস নগরীর কাজিরবাজারের বাসিন্দা। রবিবার সকালে কাজিরবাজার মাছবাজারের পাশে নিরু বাবুর রেস্টুরেন্টে নাশতা করতে যান আব্বাস মিয়া। এসময় চা দিতে দেরি হওয়ায় কর্মচারী দিনার আহমদ রুমন (২২) এর সাথে আব্বাস

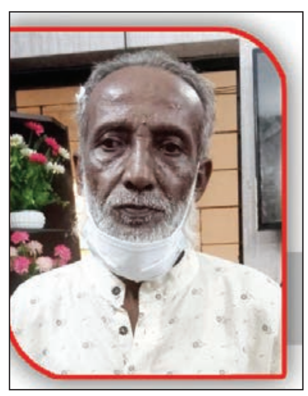

মিয়ার বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আব্বাস মিয়া ঘটনাটি ফোনে তার ছেলেদেরকে জানান। খবর পেয়ে ছেলেরা এসে হামলা চালায় রুমনের উপর। তাদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় রুমন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ওসমানী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রুমন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সব্দলপুরের মৃত তখলিছ মিয়ার ছেলে।

এদিকে, হত্যাকান্ডের ঘটনায় আব্বাস মিয়া ও তার ছেলে খোকন, রুহান, মোহন ও রোকনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ২-৩ জনকে আসামী করে মামলা হয়। রবিবারই অভিযান চালিয়ে পুলিশ আব্বাস মিয়াকে গ্রেফতার করে।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অফিসার এডিসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, প্রধান আসামী আব্বাসকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকি আসামীরা গা ঢাকা দিয়েছে। তাদেরকে গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

পরকীয়ার জেরে স্বামীর হাতে প্রেমিক খুন, স্ত্রী গ্রেফতার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় পরকীয়া প্রেমের কারণে স্বামীর হাতে প্রেমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) ভোররাতে এ ঘটনায় এক সন্তানের জননী প্রেমিকা সুলতানা বেগমকে গ্রেফতার করে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ। এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকালে প্রেমিক কামরুলের মৃত্যু হয়।

পরকীয়া প্রেমের বলি প্রেমিক কামরুল ইসলাম (২৬) টঙ্গীর এরশাদনগর এলাকার ৩ নম্বর ব্লকের দুলাল মিয়ার ছেলে। গ্রেফতার প্রেমিকা সুলতানা বেগম (৩০) এলাকার ১ নম্বর ব্লকের পাখি মিয়ার মেয়ে ও সাব্বির আহমেদের স্ত্রী।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্র জানায়, এক সন্তানের জননী সুলতানা বেগম প্রতিবেশী কামরুল ইসলামের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি সুলতানার স্বামী সাব্বির টের পেয়ে তার সংসার বাঁচাতে কামরুলকে পরকীয়া প্রেম থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। তবুও কামরুল নিজেকে পরিবর্তন করেননি।

গত শনিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে টঙ্গীর দত্তপাড়া দিঘীরপাড় দারুল আহসান মাদানিয়া মাদ্রাসার সামনে সন্তানকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসার সুবাদে সুলতানার সঙ্গে কামরুলের দেখা ও কথা হয়। এ সময় হঠাৎ সাব্বির এসে কামরুলকে ধারালো সুইচগিয়ার ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে।

এতে গুরুতর আহত কামরুলকে প্রথমে টঙ্গীর আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সবশেষে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকালে কামরুল মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই কামাল হোসাইন বাদী হয়ে দুইজনকে আসামি করে টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি মামলা করেন। এ মামলার দুই নম্বর আসামি সুলতানা বেগমকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এক নম্বর আসামি সুলতানার স্বামী সাব্বির পলাতক রয়েছেন।

টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, লাশ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলার ২ নম্বর আসামি প্রেমিকা সুলতানাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রধান আসামি সাব্বিরকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত রোববার : আলী রীয়াজ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রতি সমর্থন থাকলেও উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশন আগামী রোববার (২০ জুলাই) সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা জানান।

আলী রীয়াজ বলেন, কমিশনের বৈঠকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এবং সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কমিশনের ওপরই পড়েছে।

'এছাড়া, দেশের গণআন্দোলনে বিশেষ করে গত বছরের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে সাংবিধানিকভাবে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে কমিশন। দীর্ঘদিন ধরে চলা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের আলোচনায় এবার কিছুটা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে।'

ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রতি সমর্থন থাকলেও উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু দল ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। আবার কেউ কেউ আসনের সংখ্যানুপাতে গঠনের প্রস্তাব করেছেন। যেহেতু এ বিষয়ে দলগুলো কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি, তাই উচ্চকক্ষ সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ঐকমত্য কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কমিশন আগামী দিনগুলোতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।

সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠিত না হলে অথবা গঠিত হওয়া পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন প্রয়োজন হবে। তবে কিছু সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ যেমন প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৫৮ক, ৫৮খ এবং ৫৮ঙ) সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ হলো- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কমিশন আশা করছে, আগামী সপ্তাহে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কীভাবে নিযুক্ত হবেন, সে বিষয়ে একটি সমাধান আসবে।

নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সাংবিধানিক মর্যাদার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশন মনে করে বাংলাদেশের গণআন্দোলনে, বিশেষ করে গত বছরের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অনবদ্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাদের সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কমিশন মনে করে, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।

আলী রীয়াজ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়টি উপলব্ধি করবে এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

পল্টনে জিডি মালয়েশিয়ায় মামলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে-বিদেশে ব্যবসার প্রলোভন দেখিয়ে বিনিয়োগের নামে এক ব্যবসায়ীর ৬৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কথিত এক উদ্যোক্তা। বিনিয়োগ ফেরত চাওয়ায় হুমকি, গালাগাল আর হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার এ চিত্র তুলে ধরেন ভুক্তোভোগী ব্যবসায়ী জাহিদুল ইসলাম পারভেজ।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, অভিযুক্ত সুলতান ইমাম মেহেদি মালয়েশিয়া-ভিত্তিক একটি সার্ভিসেস লিমিটেডে'র স্বত্বাধিকারী। যিনি নিজেকে 'এসআই মেহেদি' নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়ায় তার বন্ধুর ছেলের উচ্চশিক্ষা-সংক্রান্ত খোঁজ নিতে যান জাহিদুল। সেখানে পরিচয় হয় এসআই মেহেদির সঙ্গে। নিজেকে মালয়েশিয়ায় সফল উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থী প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত কাজে জড়িত দাবি করে ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য জাহিদুল ইসলামের কাছে প্রথমে ৬ লাখ টাকা দাবি করেন মেহেদি। এরপর ধাপে ধাপে বিভিন্ন অজুহাতে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, খামার প্রকল্প, জমির চুক্তি ইত্যাদির কথা বলে আরও ৫০ লাখের বেশি টাকা হাতিয়ে নেন। টাকা দিয়েও বারবার প্রতারণার শিকার হন জাহিদুল।

চুক্তি করতে চাপ প্রয়োগ করে উত্তরায় একটি ব্যক্তিগত বৈঠকে তার সঙ্গে ১ কোটি ৭১ লাখ টাকার একটি বিনিয়োগ চুক্তি করে মেহেদি। পরে চেক, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং নগদ মিলে প্রায় ৬৩ লাখ টাকা পরিশোধ করেন তিনি। অবশেষে প্রতারণার প্রমাণ পেয়ে মালয়েশিয়ায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ এসআই মেহেদিকে গ্রেপ্তারও করে। তখন মেহেদির স্ত্রী এসে কান্নাকাটি করে টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকি স্বামীকে 'অমানুষ' আখ্যায়িত করে ব্যবসায়ী জাহিদুল ইসলামের কাছে ক্ষমাও চান। মালয়েশিয়ার পুলিশি হেফাজতে থাকাকালে এসআই মেহেদি একটি সাদা কাগজে লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যেখানে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় থাকা কিছু সম্পত্তি দিয়ে আংশিক অর্থ ফেরত এবং বাকিটা প্রতি মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করবেন বলে বলা হয়।

এরপর তিনি জামিনে মুক্তি পান এবং দেশে ফিরে আসেন। তবে দেশে ফেরার পর মেহেদির আচরণ পাল্টে যায়। চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ বন্ধ করে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন তিনি। উল্টো গত ১১ জুলাই একটি ফোন কলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও প্রাণনাশের হুমকি দেন।

এসব ঘটনায় জাহিদুল ইসলাম ১২ জুলাই পল্টন থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। এ অভিযোগের পর মেহেদির হুমকি আরও বেড়েছে। এমনকি থানার দায়িত্বরত এসআই মোখলেসকেও হুমকি দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। জাহিদুল ইসলামের দাবি, মেহেদি শুধু তার সঙ্গেই প্রতারণা করেননি। তার আপন ছোট ভাই আবদুল কাদের মাছুমও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেহেদির প্রতারণার বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। এ কারণে মেহেদি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধেও সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমি আমার বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাই। এই প্রতারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হলে আরও অনেকেই তার ফাঁদে পড়বে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী জাহিদুল ইসলাম রাজধানীর পল্টন মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়াতেও প্রতারক এসআই মেহেদির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন তিনি।

নিবন্ধন পেতে আবেদন করা সব দলই প্রাথমিক বাছাইয়ে 'ফেল'

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নিবন্ধন চেয়ে আবেদন করা ১৪৪টি দলের কোনোটিই প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ এ তথ্য জানিয়েছেন। সব দলকেই ১৫ দিন সময় দিয়ে ঘাটতি পূরণের চিঠি দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কে এম আলী নেওয়াজ জানান, প্রথম ধাপে ৬২টি দলকে চিঠি দেওয়া হবে।

পরবর্তী ধাপে অন্য দলগুলোকেও চিঠি দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে ১৫ দিন সময়ের মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা পূরণ করতে হবে।

গত ২০ এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধনপ্রত্যাশী দলগুলোকে আবেদন দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ইসি।

তবে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ বেশ কিছু দল আবেদন করলে ২২ জুন পর্যন্ত সময় বাড়ায় সংস্থাটি। ওই সময় পর্যন্ত ১৪৪টি দল ১৪৭টি আবেদন করে।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

আবু সাঈদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না

আন্দোলনকে চাঙা করতে ফেসবুকে সে নূরলদীন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, শামসুজ্জোহা, রফিক,শফিক, বরকতকে নিয়ে লিখেছে। সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লিখেছে। আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

সরকারি রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছিল শহীদ আবু সাঈদ। ছাত্রলীগের পেটোয়া বাহিনীর মার খেয়েও দমে যায়নি, বরং নিজেকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল আন্দোলনে। সে সময় সরকার যা চাইত, তাই হতো। সেই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আবু সাঈদের মৃত্যু ঘটনাক্রমে নয়। বয়সে তরুণ হলেও তার বুদ্ধির স্তর ছিল পরিণত। বুদ্ধিদীপ্ত ছিল তার অবস্থান।

আন্দোলনকে চাঙা করতে ফেসবুকে সে নূরলদীন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, শামসুজ্জোহা, রফিক,শফিক, বরকতকে নিয়ে লিখেছে। সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লিখেছে। আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

শহীদ আবু সাঈদ ১৫ জুলাই ফেসবুকে অনেকগুলো পোস্ট করে। সব কটি কোটা সংস্কারের জন্য বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক হলেও তার অর্থ কোটা আন্দোলনের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। শহীদ শামসুজ্জোহার মারা যাওয়ার আগের দিন কী বলেছিলেন, তা উল্লেখ করেও একটি পোস্ট দিয়েছিল। শহীদ শামসুজ্জোহার উক্তিটি-'আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোন গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।' আবু সাঈদের মন্তব্য ছিল-'অন্তত একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।' এটাই ছিল ফেসবুকে তার শেষ পোস্ট।

জীবিত আবু সাঈদের চেয়ে মৃত আবু সাঈদ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শহীদ আবু সাঈদ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছে মৃত্যুও কত সুন্দর হতে পারে, অর্থবহ হতে পারে। দেশজুড়ে আন্দোলনকারীরা যেন আবু সাঈদের মতো হয়ে উঠেছিল। তারাও মৃত্যুভয় পদদলিত করে এগিয়ে গেছে প্রতিদিন। সেই এগিয়ে চলার পরিণতি ৫ আগস্ট দানব সরকারের পতন।

আজকের আবু সাঈদের মৃত্যুর এক বছর পূর্তির সময়ে একটাই প্রার্থনা যে লক্ষ্যে আবু সাঈদ প্রাণ দিয়েছে সেটা যেন বাস্তবায়ন হয়.

জুলাই শহীদ আবু সাঈদের জীবন দান আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবে। দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেলো অথচ জুলাই শহীদদের হত্যার বিচার এখনো হয় নাই. আমাদের ইতিহাসে ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দিনটি বিশেষ দিনে পরিণত হয়েছে। এই দিনে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদ দানব সরকারের অস্ত্রের সামনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুই হাত প্রশস্ত করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্ববাসী দেখেছে বাঙালি তরুণের সাহস। বিশ্ব ইতিহাসেও আবু সাঈদ এক অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

পুলিশের কয়েকজন সদস্য একসঙ্গে তাকে ঘিরে ধরে লাঠিতে মেরেছে। অকুতোভয় আবু সাঈদ এত মার খাওয়ার পরও অস্ত্রের সামনে দুই হাত প্রশস্ত করে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। আবু সাঈদকে কাছে থেকে নির্মমভাবে ছররা গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এরপরও জীবনের এমন এক উচ্চতায় আবু সাঈদ পৌঁছে গেছে, যেখানে পৌঁছে গেলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

শ্রেণিকক্ষে কোনো দিন উঁচু গলায় কথা বলেনি যে আবু সাঈদ, সেই কিনা কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হয়ে উঠেছিল নেতৃস্থানীয় সংগঠক-সমন্বয়ক। টিউশনিতে উপার্জন করে নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেকে চালাতে হতো তাকে।

এখন প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া জরুরি

ড. মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলমান ছিল সজোরে। ছাত্র নিপীড়নসহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিষয়টি বোধসম্পন্ন অনেকের কাছে ছিল স্পষ্ট। ৩১ জুলাই ২০২৪ আমরা প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক সম্মিলিতভাবে ছাত্র নিপীড়ন এবং নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিচারের দাবিতে একসঙ্গে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছিলাম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। ৫ আগস্ট ভোর থেকেই একদফা আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করছিলাম বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে। সময় যাচ্ছে আর ঢাকা মেডিকেল ও চানখাঁরপুল এলাকার গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম সরাসরি। সেনাপ্রধান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন-এ সংবাদটি শুনেই এক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আশা রাখলাম। সত্যিই এদেশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, আশার আলো নিয়ে। সপরিবারে অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক তখনই একটি হেলিকপ্টারের ভিডিও আমাদের অপেক্ষায় অন্ত টানল। ছেলেমেয়েকে বললাম, কাগজ-কলম দিয়ে বাংলাদেশের একটি পতাকা তৈরি করো। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আর হাতে বানানো জাতীয় পতাকা নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পলাশী, শহীদ মিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগের চিত্র ছিল অবর্ণনীয়। ছাত্রসহ সব শ্রেণি-পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের ঢল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয়তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা যায়। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার এক অনন্য অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করলাম আমরা।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো। মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা স্পষ্ট হতে থাকে। ১৩ আগস্ট ২০২৪ জাতীয় দৈনিকে একটি নিবন্ধ লিখে কিছু প্রস্তাবনা প্রকাশ করি, যা শুরুই হয় জাতীয় নির্বাচন দিয়ে-'স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকারকেই এ দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে হবে। তাই অন্তর্বর্তী এ সরকারকে বাংলাদেশে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় সব সংস্কার করতে হবে। নাগরিক সমাজের কাছে যে কোনো নির্বাচিত সরকারকে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহির ব্যবস্থা আনয়ন করতে হবে।'

অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি সময়ে প্রথমেই 'দেশ পরিচালনায় নির্বাচিত সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা'র কথা কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে, তবে তা ছিল যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়। বিতাড়িত অপশক্তির উত্থানের সঙ্গে অতীতের নির্বাচনব্যবস্থার ব্যর্থতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। জাতীয় নির্বাচন একটি নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া হলেও বিগত সরকার আমলের নির্বাচনগুলো ছিল তৎকালীন সরকারের মেয়াদ বর্ধন তথা ধারাবাহিকতাকে বৈধতা দেওয়ার একটি পরিকল্পিত অপকর্মশালা। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার আর অপরাধের জন্য থাকবে শাস্তি-এটি একটি সাধারণ মৌলিক নীতি। এ নীতি একদিকে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে, অপরদিকে আমাদের মন্দ থেকে বিরত রাখে। এটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জনকল্যাণমুখী সরকারকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী করে নতুন করে ক্ষমতায় নিয়ে আসা, আর অপশক্তিকে বিতাড়িত করা-এটিও একটি সাধারণ নির্বাচনি নীতি। সম্পূর্ণ নির্বাচনব্যবস্থাই ছিল লুণ্ঠিত ও ব্যর্থ। কাজেই সঠিক নির্বাচনি ব্যবস্থা/প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত/প্রয়োগ করে জনকল্যাণমুখী নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে, এটাই অন্যতম প্রত্যাশা।

দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আর্থিক দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হলো বিশেষ শ্বেতপত্র, যা ইতিবাচক। অভ্যুত্থানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমর্থন লাভও প্রশংসনীয়। সুনির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করে ১১টি সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে সফলভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ নেওয়া এ সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন। সরকারের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মধ্যস্থতায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সুপারিশ/প্রস্তাবনার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য বা সমঝোতা অর্জন একটি সফলতা। এ সফলতার অংশীদার রাজনৈতিক দলগুলোও বটে।

প্রজ্ঞা, মেধা ও উদ্যমের দৃশ্যমান উপস্থিতি রয়েছে অন্তর্বর্তী এ সরকারে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্তাব্যক্তি চেষ্টা করছেন। তারপরও নতুন বিনিয়োগে আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহে রয়েছে বেশ অনিশ্চয়তা। স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সার্বিক সূচক এখন নিম্নমুখী। সঙ্গে 'মব ভায়োলেন্স' ও সামাজিক সমস্যাও প্রকট। অর্থ উপদেষ্টা জানালেন, সরকার জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করায় দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থছাড় শুরু করেছে। বিদ্যমান সব পরিস্থিতির নির্মোহ পর্যালোচনা থেকে দৃঢ়ভাবে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন একটি 'নির্বাচিত স্থিতিশীল সরকারব্যবস্থা'। এ 'অন্তর্বর্তী' প্রকৃতির সরকারব্যবস্থা দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনা কঠিন। সংস্কার প্রস্তাবের যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য অর্জিত হয়েছে, তা সনদের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। ঐকমত্যের এসব সংস্কার প্রস্তাবই বাংলাদেশ পুনর্গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি হতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিয়ে দীর্ঘদিন চলার মতো শক্তি-সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই। তাই আমাদের যাত্রা হওয়া উচিত নির্বাচিত রাজনৈতিক স্থিতিশীল সরকারব্যবস্থার দিকে। এ যাত্রা যত দ্রুত হবে, ততই কল্যাণকর।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিন্নমত এসেছে। পিআর বা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে চলছে আলোচনা ও বিতর্ক। এ বিষয়ে যাওয়ার আগে প্রচলিত বর্তমান পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে জানা দরকার। জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা। এ আইনসভার জন্য জনগণের 'সরাসরি' ভোটে ৩০০ সংসদ-সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও ৫০ জন মহিলা সংসদ-সদস্য সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সংসদ-সদস্যরূপে মনোনীত হন। নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের নেতাই হলেন সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। তবে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে তখন কোন দলের জোট থেকে কে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পাবেন, তা রাষ্ট্রপতিই নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রের প্রধান হলেন একজন রাষ্ট্রপতি, যিনি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের সরাসরি কোনো অংশগ্রহণ নেই। দেশের জনগণের সরাসরি ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে একমাত্র ৩০০ আসনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এ ৩০০ সংসদীয় আসনের ক্ষেত্রে জনগণ তাদের নিজ নিজ আসনের 'প্রার্থী' ও 'দল'-উভয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভোট প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতিতে দেশের জনগণের হাতে দলের পাশাপাশি উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি পছন্দ করার সুযোগ আছে। বর্তমান পদ্ধতিতে দলের বাইরে পছন্দনীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীকেও ভোট প্রদান করার সুযোগ আছে। এটি জনগণের অধিকার বটে।

পিআর পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হওয়ার দরকার। একাধিক সূত্র থেকে প্রচার করা হচ্ছে, পিআর পদ্ধতিতে ভোটাররা কোনো ব্যক্তিকে নয় বরং একটি দলকে ভোট দেন। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি দল সারা দেশে প্রাপ্ত মোট ভোটের অনুপাতে আসন সংখ্যা পায়। এরপর দলগুলো পছন্দ অনুযায়ী সংসদ-সদস্য বেছে নেয়। বলা হচ্ছে, কোনো সংসদ-সদস্য মৃত্যুবরণ করলে উপনির্বাচনের প্রয়োজন নেই, রাজনৈতিক দল থেকে সরবরাহকৃত তালিকার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ব্যক্তি সংসদ-সদস্য হতে পারেন। একটি ইসলামি দলের শীর্ষ নেতা দাবি করেছেন, এ পদ্ধতিতে কোনো মনোনয়ন বাণিজ্য থাকবে না। বর্ণিত তথ্যগুলো থেকে এটি প্রতীয়মান, পিআর পদ্ধতির ফলে দেশের জনগণ সুনির্দিষ্ট প্রার্থীকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে ভোট প্রদানের অধিকার বা ক্ষমতা হারাবেন। অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলো আরও ক্ষমতাবান হবে।

জাতীয় নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিতে দেশের ভোটারদের হাতে ক্ষমতা বেশি থাকবে। পাশাপাশি নতুন বা তুলনামূলক ছোট দলগুলোর জন্য মিলিতভাবে জোট গঠনের মাধ্যমে জোটবদ্ধ নির্বাচন করে বড় দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকবে বর্তমান পদ্ধতিতে। জাতীয় নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে দেশের জনগণের ভোটের গুরুত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কিত। জনগণের সম্মতি এবং যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া সরকারি বা রাজনৈতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ একেবারেই সীমিত। পরীক্ষিত বর্তমান পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন হওয়াই শ্রেয় ও নিরাপদ।

বিচার ছাড়া ৩০ বছর কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন কনু মিয়া

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার সিংহগ্রামের মানসিক ভারসাম্যহীন কনু মিয়া বিচার ছাড়াই ৩০ বছর কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর আগে গতকাল সোমবার (১৪ জুলাই) তার জামিন মঞ্জুর বলেন, কনু মিয়া সুস্থ হওয়ার আগপর্যন্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। সেই থেকে কারাগারে রয়েছেন কনু মিয়া। প্রথমে ভাই ও স্বজনেরা তাঁকে দেখতে গেলেও পরে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। স্বজনদের ধারণা হয়, হয়তো কনু মিয়া আর বেঁচে নেই।

হবিগঞ্জ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার

করেন জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগম।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কনু মিয়া মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি ১৯৯৫ সালের ২৫ মে তাঁর মাকে ঘরে থাকা একটি কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তখন গ্রামবাসী তাঁকে আটক করে পুলিশে দেন। এ ঘটনায় কনু মিয়ার ভাই বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলা চলাকালে কনু মিয়া আরও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২০০৩ সালের দিকে আদালত এক আদেশে ও সিনিয়র সহকারী জজ মুহম্মাদ আব্বাছ উদ্দিন বিষয়টি জানার পর আইনি সহায়তার উদ্যোগ নেন। বড় ভাই বাদী মনু মিয়াসহ সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বের করে তাঁদের সহায়তায় জামিনের আবেদন করা হয়।

হবিগঞ্জ আদালতের আইনজীবী মজিদ বলেন, দীর্ঘদিন পর হলেও জামিনে মুক্ত হয়েছেন কনু মিয়া। যা নিয়ে তাঁর স্বজনেরা খুশি।

কনু মিয়ার ভাই মনু মিয়া বলেন, আমাদের ভাই মানসিক ভারসাম্যহীন। দীর্ঘদিন পর তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। এতে সবাই খুশি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সদর দপ্তর তেলিয়াপাড়া চা বাগানের বাংলো সংরক্ষণের উদ্যোগ

মাধবপুর সংবাদদাতা : মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সদর দপ্তর তেলিয়াপাড়া বাগানের বাংলোকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে গত সোমবার (১৪ জুলাই) বিকেলে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক এই স্থানটিকে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ি স্থানীয় সকল অংশীদারদের সাথে মাধপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর কার্যালয়ে এই সভা আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিত সকলে তেলিয়াপাড়া বাগানের বাংলোকে দ্রুত সংরক্ষণের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই স্থানটিকে সংরক্ষণ করে জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জাতীর সামনে উপস্থাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভার শুরুতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল মোহাম্মদ আবদুস সালাম বীর প্রতীক ডাক বাংলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল এখানে সভা করে সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এখান থেকেই বিভিন্ন সেক্টর গঠন এবং সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। এই সভায় উপস্থিত সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভারতীয় সরকারের সাথে আলোচনার জন্য একটি নির্বাসিত সরকার গঠনের জন্য বেসামরিক রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করেন। জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল আব্দুর রবসহ সকল ঊর্ধ্বতন বিদ্রোহী অফিসার এতে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে সকল সেক্টর কমান্ডার, বিশেষ করে প্রয়াত মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বীর উত্তম, 'সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম সদর দপ্তর' হিসেবে ঐতিহাসিক চা বাগানের বাংলোটি সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক অবদানকে অবমূল্যায়ন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উপেক্ষা করে অতীত সরকার এই স্থানটিকে সংরক্ষনের অনুমতি দেয়নি, যদিও সম্পত্তিটি এনটিসি (ন্যাশনাল টি কোম্পানি) এর মালিকানাধীন, যার প্রধান অংশিদার সরকার। তিনি দ্রুত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সকলেই এক বাক্যে তার প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.জাহিদ বিন কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কর্নেল মোহাম্মদ আবদুস সালাম বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. কাছন আলী, ক্যাপ্টেন ইমাম হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাভেদ তালহা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক অপূর্ব শর্মা, মাধপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন, শাহজাহানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো.পারভেজ চৌধুরী, মাধবপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আলাউদ্দিন আল রনি, ফিল্ড সুপারভাইজার ইকবাল হোসেন ভুইয়া, সার্ভেয়ার জুনাইদ আহমদ, মো. ফরিদ হোসেন প্রমুখ।

দেশের অন্যতম ব্যয়বহুল প্রকল্প শাহজালাল সার কারখানা এখন রাষ্ট্রের বোঝা

সিলেট অফিস : প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচে নির্মিত হলেও বছরের পর বছর বন্ধ থেকেছে শাহজালাল সার কারখানা। কখনো গ্যাস নেই, কখনো যন্ত্রপাতির ত্রুটি, আবার কখনো কোনো কারণই জানে না কর্তৃপক্ষ। ব্যয়ের পাহাড় গড়ে তোলা এই 'মেগাকারখানা'টি বাস্তবে যেন এক 'মেগাব্যর্থতা'র নাম। এক হাজার দিনের বেশি সময় বন্ধ ছিল এই কারখানার উৎপাদন, অথচ কাগজে সব ঠিক! তদারকি নেই, প্রযুক্তি বাছাইয়ে গাফিলতি, গ্যাস সরবরাহে চরম নির্ভরতা এবং অপরিকল্পিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার-সব মিলিয়ে দেশের অন্যতম ব্যয়বহুল প্রকল্পটি এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের ঘাড়ে।

সম্প্রতি ১০ বছর আগে শেষ হওয়া এই প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করেছে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিয়োগ করা প্রতিষ্ঠান তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা; যা দফায় দফায় যাচাই করে চূড়ান্ত করেছে আইএমইডি।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল) নামে নির্মিত দেশের সবচেয়ে আধুনিক সার কারখানার জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। বিদেশি ঋণ, পরামর্শক ও প্রশিক্ষণ মিলিয়ে প্রকল্পটিকে ঘিরে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো, ২০১৫ সালে উদ্বোধনের পর থেকে গত কয়েক বছরে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম এক হাজার সাত দিন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে শুধু গ্যাসসংকটে বন্ধ ছিল ৩২০ দিন!

এই বন্ধের পেছনে উঠে এসেছে নানা অসংগতি। শুরুতেই দেখা যায়, কারখানার জন্য চীনের প্রযুক্তিনির্ভর গ্যাস টারবাইন সিস্টেম চালু করা হলেও বিসিআইসির কর্মীদের এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। ফলে অপারেটিং সিস্টেমে ঘন ঘন ট্রিপ হয়, যার কারণে পুরো উৎপাদন লাইন থেমে যায়। গ্যাস টারবাইনের বিকল্প হিসেবে স্টিম টারবাইন ব্যবহার করা হলে এমন

সমস্যার ঝুঁকি থাকত না, কারণ বিসিআইসির অন্যান্য কারখানার জনবল এ প্রযুক্তিতে দক্ষ।

একই ধরনের ভুল দেখা যায় যন্ত্রাংশ নির্বাচনেও। বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও নির্মাতার মেশিনারি, কন্ট্রোল সিস্টেম ও সফটওয়্যার ব্যবহারে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও জটিলতা বহুগুণ বেড়েছে। একটি যন্ত্র বিকল হলে সেটির জন্য দরপত্র ডাকা, আমদানি অনুমোদন নেওয়া, ডলার সংস্থান করা-সব মিলিয়ে দিন, সপ্তাহ এমনকি মাসও চলে যায়, ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে থাকে।

শুধু প্রযুক্তিগত নয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ও ছিল চরম দুর্বলতা। যেমন-কারখানার জেটি নির্মাণে ৭৬ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও পরে জানা যায়, বিআইডব্লিউটিএর অনুমতি না থাকায় গ্যাংওয়ে ও পন্টুন নির্মাণ করা যাবে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে প্রায় সাত কোটি টাকা কমিয়ে সংশোধিত কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত জেটিটি কার্যকরভাবে ব্যবহার শুরু হয়নি। অর্থাৎ জেটির টাকা মূলত পানিতে গেছে।

এদিকে কারখানার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়েও বড় ধরনের গাফিলতি ধরা পড়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইনে ক্যাথোডিক প্রটেকশন না থাকায় বিভিন্ন জায়গায় লিকেজ দেখা দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন পানি অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে কেমিক্যাল মিশ্রণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পানি বিশুদ্ধকরণ ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদনে ফাউলিং হচ্ছে।

একইভাবে বয়লার সিস্টেমেও পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। কারখানার উৎপাদন সচল রাখতে ঘণ্টায় ১৫০ টন স্টিম প্রয়োজন হলেও দুটি বয়লারে মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে। তিনটি বয়লার স্থাপন করা হলে এই সমস্যা হতো না। বর্তমানে একটিতে সমস্যা দেখা দিলে পুরো প্লান্ট থেমে যেতে পারে। এমনকি ইউরিয়া তৈরি না হলে পুরো উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় প্রতিদিনই।

কারখানার তিনটি ইউনিট, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া ও ইউটিলিটি ইউনিট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কন্ট্রোলরুম থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এতে ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়, যা অপারেশন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। অথচ একটি সমন্বিত কন্ট্রোলরুম থাকলে খরচ ও জটিলতা কমত।

যন্ত্রাংশের পাশাপাশি সফটওয়্যারেও আছে বিভ্রান্তি। ডিএসসি, পিএলসি, উডওয়ার্ড কন্ট্রোলার, ডিজিটাল হাইড্রোলিক সিস্টেমসহ একাধিক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম ব্যবহারে অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স জটিল হয়ে পড়েছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একে অন্যের সঙ্গে কাজ করে না, যার ফলে ট্রিপ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

আরো বড় সমস্যা হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায়। কারখানার প্রয়োজন ১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, কিন্তু পাওয়ার প্লান্টের সক্ষমতা সেই তুলনায় সীমিত। দুটি টার্বো জেনারেটের সব সময় চালু রাখতে হয়, যা খরচ বাড়ায়। একটু বেশি খরচ করেও যদি ৮০৩-২৪ ধরনের জেনারেটের স্থাপন করা হতো, তবে একটি রিজার্ভ রাখা যেত এবং দীর্ঘমেয়াদি অপারেশন নিরাপদ হতো।

প্রকল্পটির এই অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়ে আইএমইডি সচিব মো. কামাল উদ্দিন বলেন, 'এই প্রকল্পের পর্যবেক্ষণগুলো আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। তারাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

সিলেটের সাবেক জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদুল ইসলাম লাপাত্তা!

সিলেট অফিস : সিলেটের সাবেক জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদুল ইসলাম জেদ্দা কনস্যুলেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছেন গত ৩০শে জুন। ওএসডি হিসেবে কাগজে-কলমে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় হয়ে তিনি জনপ্রশাসনে যোগদানও করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত, নৌ বা বিমানবন্দরে তার প্রবেশের কোনো তথ্য নেই। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেট কারও কাছে সদ্য অবমুক্ত হওয়া সৌদি আরবস্থ জেদ্দা কনস্যুলেটের লেবার কাউন্সেলর (মিনিস্টার লোকাল) কাজী এমদাদুল ইসলামের বর্তমান অবস্থানের কোনো তথ্য নেই।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র গণমাধ্যমকে এটা নিশ্চিত করেছে যে, তিনি সশরীরে ফেরত এসেছেন এমন রিপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও তার যোগদান গৃহীত হয়েছে। জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ মিশনের কাউন্সেলর পদও শূন্য দেখানো হয়েছে। মিশনের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তার ছবিও। গত ক'বছরে ব্যবহৃত ওই কর্মকর্তার মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করেও তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। স্মরণ করা যায়, চলতি বছরের ১৯শে ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে ৩৩ জন যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারকে জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে বদলির আদেশ করে সরকার।

ওই তালিকায় ছিলেন প্রভাবশালী যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কাজী এমদাদুল ইসলাম। ওএসডি হওয়ার কারণ হিসেবে ওই কর্মকর্তাদের বিষয়ে প্রজ্ঞাপনে কিছু উল্লেখ করা না হলেও তাদের সবাই ছিলেন ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকারী। কাজী এমদাদ ২০১৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সিলেটের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান। ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সিলেট জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২১ ব্যাচের চতুর ওই কর্মকর্তা। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা তথা মহাজোট সরকার গঠন করলে ছাত্রলীগ নেতা এমদাদ টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে ছিলেন দীর্ঘ সময়। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনে তিনি ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন এডিএমও ছিলেন।

জানা গেছে- ২০১৮ সালের শুরুতে সিলেটের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান ২০ ব্যাচের নুমেরী জামান। নির্বাচনে তিনি শাসক দলের নির্লজ্জ দালালী করবেন না এমনটা আঁচ করতে পেরে পদায়নের ৭ মাসের মাথায় জামানকে আচমকা সিলেট থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তার চটজলদি বিদায়ের পর (শূন্য পদে) হাসিনা-পরিবারের একান্ত বিশ্বস্ত আমলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখার গুরুত্বপূর্ণ নেতা কাজী এমদাদুল ইসলামকে সিলেটে পাঠানো হয়। তার গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলায়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্য মতে, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মিস্টার ইসলাম এখন অনেক সম্পদের মালিক। তার সেই বিত্ত-বৈভবের উৎস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ওএসডি হওয়ার পরও ৩ মাসের অধিক সময় সৌদি আরবে অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন: এদিকে চলতি বছরের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওএসডি হন ১৮'র রাতের ভোটের কারিগর খ্যাত জেলা প্রশাসকদের অন্যতম জেদ্দা মিশনের লেবার কাউন্সেলর কাজী এমদাদুল ইসলাম। তার সঙ্গে ওএসডি হওয়া ৩২ অফিসারের প্রায় সবাইকে পূর্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে জনপ্রশাসনে ন্যস্ত করা হয় ওই মাসেই। কিন্তু প্রভাবশালী এমদাদ ওএসডি হওয়ার পরও রহস্যজনকভাবে ৩ মাস দশ দিন স্ব পদে বহাল থাকলেন। এ নিয়ে সরকারের ভেতরেই জল্পনা-কল্পনা চরমে।

হবিগঞ্জে এক মামলায় আসামি ৫ হাজার ৩২ জন

নবীগঞ্জ সংবাদদাতা : নবীগঞ্জে দুই সাংবাদিকের বিরোধকে কেন্দ্র করে পৌর এলাকার ৭টি গ্রামের সংঘর্ষের ঘটনায় টানা ৩ দিন ১৪৪ ধারা অব্যাহত থাকার পর বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এতে শহরে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বের হতে শুরু করেছেন এবং কিছু কিছু দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। যানবাহন চলাচলও স্বাভাবিক হয়েছে। শহরে সুনশান নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণ মানুষ এবং

ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনও ভীতি কেটে উঠেনি। এখনও জনশুণ্য রয়েছে নবীগঞ্জ শহরের ৭টি গ্রাম।

অন্যদিকে পূর্ব তিমিরপুর, পশ্চিম তিমির পুর, চরগাও, আনমনু, রাজাবাদ, নোয়াপাড়া ও পিরিজপুর এসব গ্রামে যৌথবাহিনীর চিরুনি অভিযান চলছে। নবীগঞ্জ থানার এসআই রিপন দাশ বাদী হয়ে এ ঘটনায় বুধবার রাতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৮ জন সাংবাদিকের নাম উল্লেখসহ ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৪-৫ হাজার জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নবীগঞ্জ থানার মামলা নং ১০।

অপরদিকে এ ঘটনা নিস্পত্তির জন্য গত বুধবার বিকেলে শহরের বাইরে সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ প্রক্রিয়ার জন্য নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি বাজার হাফিজিয়া সিনিয়র দাখিল মাদরাসায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সালিশ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে নবীগঞ্জের চলমান বিবাদের মিমাংসার অগ্রগতি সাধন ৫টি বিষয় প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। সালিশ বোর্ড গঠন। উভয় পক্ষের সম্মতি গ্রহণ, প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করা, নিহত ফারুক মিয়ার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়, অহেতুক নিরীহ জনসাধারণকে প্রশাসন হয়রানী না করা ও সংঘর্ষে জড়িত উভয় পক্ষ পরিবেশ শান্ত থাকার আহ্বান।

উল্লেখ্য, স্থানীয় দুই সাংবাদিকের মধ্যে একে অপরকে কটুক্তি করা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ গড়ায় কয়েক গ্রামবাসীর সংঘর্ষে। প্রথমে এক পক্ষে পূর্ব তিমিরপুর এবং অন্য পক্ষে আনমনু গ্রামবাসী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরে তাদের পক্ষ নিয়ে আরও কয়েক গ্রামের মানুষ সংঘর্ষে জড়ায়। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ রূপ নেয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। সোমবার নবীগঞ্জ বাজারে কয়েক ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে পূর্ব তিমিরপুর গ্রামের বাসিন্দা এম্বুলেন্স চালক ফারুক মিয়া (৪২) মারা যান। আহত হন শতাধিক মানুষ। এ সময় নবীগঞ্জ বাজারের শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, বেসরকারি হাসপাতাল ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। এতে ব্যবসায়ীদের অন্তত ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা। এক পর্যায়ে এ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্টেট মোঃ রুহুল আমীন পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। ৩ দিন পর বৃহস্পতিবার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

এ ব্যাপারে নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মো. কামরুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

বিমানের সিলেট-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট ফের চালু

সিলেট অফিস : বিমানের সিলেট-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট ফ্লাইট ফের চালু হয়েছে। প্রায় তিনমাস বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে এ রুটে ফ্লাইট চালু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সিলেটের যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা।

বিমান কর্তৃপক্ষ জানায়, সপ্তাহে দুদিন সিলেট থেকে ম্যানচেস্টার এবং দুদিন ম্যানচেস্টার থেকে সিলেট ফ্লাইট চলবে।

আন্দোলন শুরু হয়।

তবে বিমান কর্তৃপক্ষ তখনই জানিয়ে দেয়, হজ্জ্ব ফ্লাইটের কারণে ম্যানচেস্টার ফ্লাইট সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। সে বিরতি শেষে রবিবার থেকে আবার চালু হয়েছে সিলেট-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট।

বিমানের সিলেট স্টেশনের ম্যানেজার শাকিল আহমদ জানান, ১৯৩ জন যাত্রী নিয়ে রবিবার সিলেট-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট চালু হয়েছে। সপ্তাহে রবি ও

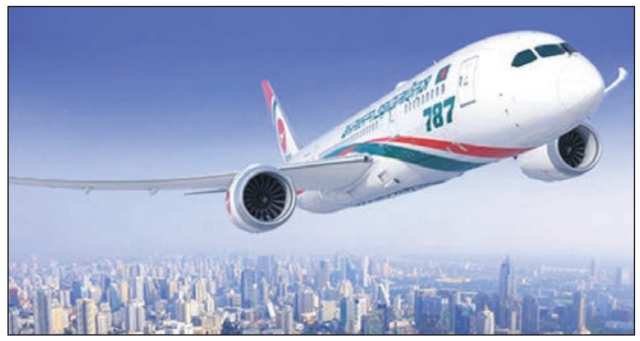

জানা যায়, ২০২০ সাল থেকে সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। প্রথম কয়েক বছর সপ্তাহে তিনটি করে ফ্লাইট চলছিল। কিন্তু গত বছর অক্টোবর থেকে একটি ফ্লাইট কমিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গত এপ্রিল থেকে এ রুটে টিকিট বুকিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ হয়ে যায় সিলেট ম্যানচেস্টার ফ্লাইট। ক্ষোভ দেখা দেয় প্রবাসীদের মধ্যে। ফ্লাইট চালুর ব্যাপারে সিলেট এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে

মঙ্গলবার ম্যানচেস্টারের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট ছেড়ে যাবে আর সোম ও বুধবার যাত্রী নিয়ে সিলেট আসবে।

সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ উদ্দিন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন, হজ ফ্লাইটের বিরতি শেষে সিলেট ম্যানচেস্টার ফ্লাইট চালু হয়েছে।

এখন থেকে এ রুটে নিয়মিত ফ্লাইট চলবে। ফ্লাইট চালুর খবরে সিলেট এবং যুক্তরাজ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বিমান যাত্রীরা।

প্রবাসীর কাছে চাঁদা দাবি,
বিএনপি নেতা কারাগারে

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা : এক প্রবাসী ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবী করে এখন কারাগারে আছেন এক বিএনপি নেতা। তার নাম শেখ জসিম উদ্দিন (৩৫)। তিনি শ্রীমঙ্গল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। রবিবার (১৩ জুলাই) সকালে মৌলভীবাজার ২নং আমলি আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন।

জানা যায়, ফ্রান্স প্রবাসী মো. হাফিজুর রহমান শ্রীমঙ্গলের ষাড়েরগজ মৌজায় একটি ফার্ম স্থাপনের কাজ শুরুর পর শেখ জসিম উদ্দিন তার কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দিলে ফার্ম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন জসিম। স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মিটমাট করতে না পারায় হাফিজুর রহমান মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই)। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় আদালতে জসিমের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়।

এদিকে আরো জানা গেছে, জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে সিআর মামলা নং-৩৬৯/২৪ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও মামলা (নং-৩২০/২৪) সহ একাধিক মামলা বিচারাধীন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

দেশের ৫ জেলায় মা-সন্তানসহ সাতজনকে হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ময়মনসিংহের ভালুকায় দুই সন্তানসহ মাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে শিশুকে হত্যা করে ঘরে লুকিয়ে রেখেছে সত্মা। এ নিয়ে দেশের পাঁচ জেলায় সাতজনকে খুন করা হয়েছে। আর তিন জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারজনের লাশ।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : পৌর এলাকার পনাশাইল রোডে এক ভাড়া বাসায় মা ও দুই সন্তানকে হত্যা করা হয়। নিহতরা হলো নেত্রকোনার কেন্দুয়ার রফিকুল ইসলামের স্ত্রী ময়না বেগম (২৫), মেয়ে রাইসা (৭) ও ছেলে নীরব (২)।

স্থানীয় ও থানা সূত্রে জানা যায়, রফিকুল ইসলাম এখানে ভাড়া থেকে ভালুকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। রবিবার রাত ৮টার সময় তিনি কর্মস্থলে যান এবং গতকাল সকালে ফিরে বাসার বারান্দার দরজা তালাবদ্ধ দেখেন।

দীর্ঘ সময় ডাকাডাকি করেও সাড়াশব্দ না পেয়ে অন্য একজনকে নিয়ে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর স্ত্রী ও দুই সন্তানের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন।

রফিকুলের ভাই নজরুল ইসলাম একই বাসায় পাশাপাশি কক্ষে থাকেন। নিজ এলাকার একটি হত্যা মামলায় জামিনে থাকা আসামি নজরুল ভালুকায় অটো চালাতেন। ঘটনার পর থেকে তিনি নিরুদ্দেশ, তাঁর মোবাইল ফোনটিও বন্ধ।

সিরাজগঞ্জ : কামারখন্দ উপজেলায় সাত বছর বয়সী এক কন্যাশিশুকে হত্যার পর বস্তাবন্দি করে ঘরে লুকিয়ে রেখে এক সত্মান পালিয়ে যান। রবিবার রাত ১০টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ওই রাতেই সত্মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত শিশু হাজেরা খাতুন উপজেলার কুটিরচর এলাকার হারুনার রশিদের মেয়ে। শিশুটির দাদি মনোয়ারা খাতুন জানান, রবিবার দুপুরে শিশু হাজেরা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এদিকে ছেলের বউ রুবি ওষুধ আনার কথা বলে তার নিজের দুই সন্তান রেখে বাড়ির বাইরে গেলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বাড়ি ফিরেনি। তার যমজ শিশু দুটি নিজেদের ঘরের ভেতর যেতে ভয় পাচ্ছিল। সন্দেহ হলে ঘরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে খাটের নিচ থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় হাজেরার মরদেহ পাওয়া যায়।

এদিকে সিরাজগঞ্জ সদর ও তাড়াশ উপজেলা থেকে গতকাল সকালে দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সদরে উদ্ধার হওয়া আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সদর থানার এসআই শফিউল আলম জানান, তাঁর মাথা ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে।

অন্যদিকে তাড়াশে নিহত সেলুনকর্মী শান্ত (২০) ঈশ্বরপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। তাড়াশ থানার ওসি জিয়াউর রহমান জানান, সকালে নিজ ঘর থেকে শান্তর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বারহাট্টা থানার ওসি কামরুল হাসান জানান, আহাদুলের সঙ্গে প্রতিবেশী মনহর আলী ও তাঁর চার ছেলে আলমগীর, অনিক, নির্ঝর ও বাবুর জমিসংক্রান্ত বিরোধ ছিল। তার জেরেই ওরা ঢাকা থেকে এসে হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

চট্টগ্রাম : পতেঙ্গা থানার কাটগড় এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে ছুরিকাঘাতে ফেরদৌসী আক্তার নামের এক নারী খুন হয়েছেন। রবিবার রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফেরদৌসী এলাকার লোকমান হোসেনের স্ত্রী। নিহতের স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে ফেরদৌসীর দেবর তাঁর ঘাড়, পিঠ ও পেটে ছুরিকাঘাত করে। নিহতের ভাই মামুন খান বলেন, 'বিয়ের পর থেকে আমার বোনকে তাঁর স্বামী, শাশুড়ি পরিবারের লোকেরা নির্যাতন করে আসছিল। আমরা একটি সিসিটিভির ফুটেজে দেখেছি, লোকমানের বড় ভাই সোলেমান ও ছোট ভাই রনির হাতে ছুরি। আমরা খুনিদের বিচার চাই।'

ঘটনার পর ফেরদৌসীর স্বামী লোকমানকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির বাকি লোকজন পলাতক।

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) : জমিসংক্রান্ত বিরোধে আহাদুল মিয়া (২৬) নামের এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার দুপুরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে রবিবার রাতে উপজেলার বাউশী ইউনিয়নের শাসনউড়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। আহাদুল মিয়া ওই গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার ছেলে।

নরসিংদী : এক মাদক কারবারির বাড়ি থেকে সাজিদ হোসেন (২২) নামে এক তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে সদর উপজেলার শিলমান্দী ইউনিয়নের বাগহাটা টেকপাড়া গ্রামে দুলালের বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ বলছে, নিহত যুবকের বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। আবার যার বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে তারাও চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তবে নিহতর পরিবারের অভিযোগ, মাদক ব্যবসায়ী দুলালের বাড়িতে নির্যাতন করে সাজিদকে হত্যা করা হয়েছে।

পাবনা : পুকুরে ভাসমান অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রবিবার সকালে শহরের লাইব্রেরি বাজার এলাকার কলাবাগান কলোনির মিঠুর পুকুর থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে আনুমানিক বয়স হবে ৪০ বছর।

গাজীপুর : নিখোঁজের ছয় দিন পর এক শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।রবিবার বিকেলে মহানগরীর ধীরাশ্রম এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নাবিলা কানিজ সাবা ধীরাশ্রমের দাখিনখান এলাকার নাসির মিয়ার মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার শিশুটি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান না পেয়ে রাতে শিশুটির মা খাদিজা বেগম সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। গতকাল বাড়ির পাশে ঝোপের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকলে স্থানীয়রা বস্তাটির সন্ধান পায়। বস্তা খুলে সাবার গলিত লাশ পাওয়া যায়।

শেখ মুজিব সরল লোক ছিলেন বলে মাফ করে দিয়েছিলেন, নয়তো এদের অস্তিত্ব থাকত না : ফজলুর রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : 'তোমাদের বিশ্বাস করছেন শুধু শেখ মুজিবুর রহমান, একজন বোকা লোক ছিলেন, সরল লোক ছিলেন বলে। তিনি বলতেন আমি জাতির পিতা, আমি কারে মারব, আমি মাফ করে দিলাম। মাফ করে দিয়েছিলেন বলে, নয়তো এদের অস্তিত্ব থাকত না।' এমন মন্তব্য করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান।

শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'লোকটা তার মুখে স্লোগান দিল, তুমি কে আমি কে বাঙালি। লোকটার নাম হলো খুব খারাপ, শেখ মুজিবুর রহমান, খুব খারাপ মানুষ। এই লোকটাই তো স্লোগান শিখিয়েছে, তোমার-আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, রক্ত সূর্য উঠেছে, বীর বাঙালি দেখেছে। এই লোকটাই তো ৭০-এর ইলেকশনে পাস করছে, সারা পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে বোর্ডে।'

তিনি আরো বলেন, 'তারপরে বলছেন প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এ কথা বলেছেন ৭ মার্চ। তারপরে ২৫ মার্চে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করছে। তাকে ধইরা নিয়ে গেছে। সব পালিয়েছে, একজন বীর সন্তান, ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বলছেন, আই মেজর জিয়া ডু হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট বিলাভেল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর। প্রথমে নিজের নামে কইছে পরে বঙ্গবন্ধুর নামে।'

ফজলুর রহমান বলেন, 'তুমি আফগানিস্তান চাও, আফগানিস্তানে কোনো রাজনীতি নাই।

যার অস্ত্র, তার হলো ক্ষমতা। তুমি এটা কও বাপের ব্যাটা যে আমি আফগানিস্তানের মতো একটা দেশ করব পাস করলে। আমাকে ভোট দেন। এই সাহস নাই কেন? বাটপাড়, মুনাফেক, সব কিছু পেটের ভেতরে লুকিয়ে রেখে ৫৪ বছর ষড়যন্ত্র করে আজকে এই জায়গায় এসেছে।'

বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, 'তার সেই দুর্বলতা এবং তার মাফ করার সুযোগে আজকে এসে বলে বাংলাদেশেই নেই, বাংলাদেশ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, এটা ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্র ছিল।'

নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার মতো যারা বলে না, হয়তো বলতে পারে না। আমার মতো বলে না যারা, তারা হয়তো বলতে চায় না। আমার মতো যদি আমার দলের কেউ না বলে, হয়তো তাদের ভিন্ন কোনো চিন্তা আছে, আমি অতটা বুঝি না। তারা আমার চেয়ে মহাজ্ঞানী, কিন্তু আমি হলাম বেআক্কেল।'

তিনি আরো বলেন, 'আমারে যে ফজু পাগলা বলে, সেই লোকটা আমার এলাকা ইটনায় গিয়েছিল ওয়াজ করতে। নামও বলতে পারি, সে নাকি একটা এমপি ইলেকশনে দাঁড়াইছে একটা এলাকাতে, জামায়াতে ইসলামী থেকে। দেখি তো বাপের বেটা, জামানতটা কত বাঁচে।'

ফজলুর রহমান বলেন, 'আমারে যারা বকে, রাজাকারের বাচ্চারা আমি বলতে পারি এদের বাপ এখন পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। এদের জন্য কান্দে এরা। যারা আমাকে ফজু পাগলা বলে, এরা আমার এলাকায় গিয়ে দেখতে পারে, হু ইজ ফজলুর রহমান ইন হিজ লোকালিটি। দুইবার আব্দুল হামিদ আমার সঙ্গে ভোটে ফেল করছে।'

একসঙ্গে ইসির ৫১ কর্মকর্তা বদলি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শুরু হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি। দিনক্ষণ নির্ধারণ না হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, নির্বাচনের প্রস্তুতি ফুল গিয়ারে চলছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে মাঠ প্রশাসন ঢেলে সাজাতে শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই ধারাবাহিকতায় এবার একযোগে ৫১ জন কর্মকর্তাকে বদলি করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, 'পল্লবী থানা নির্বাচন কর্মকর্তা মোসাম্মৎ রাজিয়া সুলতানা, ডেমরা থানা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আহসান হাবীব এবং কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. সাহিদ হোসেনকে বদলি করা হলেও তাদের অংশটুকু সংশোধন করে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বদলীকৃত কর্মকর্তারা আগামী ২২ জুলাই তারিখের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত হবেন।

দেশে হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি ১৮৩ ভিআইপির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যাত্রা শুরুর মাত্র সাত মাসের মধ্যেই কর ফাঁকিবাজদের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট। এ সময় ১৮৩ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক হাজার ৮৭৪ কোটি টাকার কর ফাঁকি উদঘাটন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে আদায় হয়েছে ১১৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। বাকি টাকা আদায়ের প্রচেষ্টাও চলছে বলে জানা গেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্র জানায়, এক হাজার ৭৮৮টি বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি ও অর্থপাচার মামলা তদন্ত করছে আয়কর গোয়েন্দা। এঁদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছেন। এনবিআরের অধীন ৪১টি কর অঞ্চল ও দেশের ৬৪ জেলার করদাতারাও এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছেন।

এয়ার টিকিট সিন্ডিকেট, পরিবহন ব্যবসায়ী, শেয়ারবাজার, আমদানি ও মজুদকারী, চালান জালিয়াতকারী, জুয়াড়ি, ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি কমেছে জনদুর্ভোগ।

কর ফাঁকির তথ্য পাওয়ায় শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধ করে রেখেছে আয়কর গোয়েন্দা। এই গোয়েন্দা ইউনিটে চালুর অপেক্ষায় ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ডেটা এনালিসিস ব্যবস্থা।

আয়কর গোয়েন্দার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ১৮ জানুয়ারি। তবে কর্মচারী নিয়োগ ও ভাড়া অফিসে স্থানান্তরের পর মূল কার্যক্রম চালু হয়েছিল ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর।

প্রতিষ্ঠানটির কমিশনার হিসেবে শুরু থেকেই যুক্ত আছেন আয়কর ক্যাডারের ১৮ ব্যাচের কর্মকর্তা মো. আবদুর রকিব। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ের মেধাবী আয়কর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আয়কর গোয়েন্দারা তাঁদের লক্ষ্য অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছেন।

কর প্রশাসনে দক্ষ গোয়েন্দা গঠন, কর ফাঁকি, অর্থপাচার, বিভিন্ন আর্থিক অপরাধ শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, রাজস্ব পুনরুদ্ধার করা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, কর ফাঁকির তদন্তে অর্থের উৎস যাচাই করা ও দায়িত্বশীল অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

জানা গেছে, বিশেষায়িত এই গোয়েন্দা ইউনিট অল্প সময়ের ব্যবধানে সফলতা দেখালেও তার নেই প্রয়োজনীয় জনবল ও স্থায়ী অফিস ভবন। শুরুতে এনবিআর ভবনে অস্থায়ী কার্যালয় থাকলেও পরে ভাড়া করা অফিসে যাবতীয় কাজ করছে রাজস্ব ফাঁকি ঠেকিয়ে দেওয়া প্রতিষ্ঠানটি।

এ ছাড়া লজিস্টিক সীমাবদ্ধতা, যানবাহন, গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থারও ঘাটতি আছে এই ইউনিটে।

জানতে চাইলে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের কমিশনার মো. আবদুর রকিব বলেন, 'আয়কর গোয়েন্দা অল্প সময় ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ইউনিটের সদস্যসংখ্যা কম হলেও তাঁরা মেধাবী ও পরিশ্রমী। তাঁদের কাজের প্রতি একাগ্রতা থাকায় আমরা সামগ্রিকভাবে ভালো করতে পারছি। তবে জনবল সংকট, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট পেলে এই ইউনিট দেশের জন্য আরো অনেক কিছু করতে পারবে। আমরা চাই দেশে একটি নতুন কর সংস্কৃতি। যেখানে কেউ কর ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

জানা গেছে, ভবিষ্যতে এই ইউনিটের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের চিন্তা করা হচ্ছে। কর ফাঁকি-অর্থপাচার রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়া কর ফাঁকিবাজদের ডেটাবেইস তৈরি, নিয়মিত তল্লাশি-জব্দকরণ অভিযান পরিচালনা, কর নেটের বাইরে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কাজও করবে এই ইউনিট।

ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তা দিচ্ছে না রাশিয়া

পোস্ট ডেস্ক : সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়াকে ৫০ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে শান্তি চুক্তি না হলে রাশিয়ার উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করা হবে। তিনি ইউক্রেনকে আরও অস্ত্র সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিও ঘোষণা করেছেন।

এ বিষয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেছেন যে, রাশিয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতির জারি করা 'আলটিমেটাম' সম্পর্কে 'পাত্তা দেয়নি'। তিনি বলেন, রাশিয়ান রপ্তানি ক্রেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি সহ ট্রাম্পের গতকালের মন্তব্য গুরুতর এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

"ওয়াশিংটনে যা বলা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই সময় প্রয়োজন। এবং যদি এবং যখন রাষ্ট্রপতি পুতিন এটি প্রয়োজনীয় মনে করেন, তিনি অবশ্যই মন্তব্য করবেন," তিনি বলেন।

ইউক্রেনে নতুন অস্ত্র সরবরাহের খবরের দিকে ইঙ্গিত করে পেসকভ বলেন, "ওয়াশিংটনে, ন্যাটো দেশগুলিতে এবং সরাসরি ব্রাসেলসে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা ইউক্রেনীয় পক্ষ শান্তির সংকেত হিসেবে নয়, বরং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকেত হিসেবে বিবেচনা করছে।"

ক্রেমলিনের মুখপাত্র আরও বলেন, রাশিয়া ইউক্রেনের সাথে সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, এবং পরবর্তী আলোচনা কখন হতে পারে সে সম্পর্কে তারা এখনও ইউক্রেনের সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে।

পদত্যাগ করলেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহাল

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহাল পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) শ্যামিহাল তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পদত্যাগপত্রের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমাদের দেশের জন্য আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য পুরো দলকে ধন্যবাদ!'

শ্যামিহাল আরও বলেছেন, ইউক্রেনের পার্লামেন্টে তিনি একটি আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রতি তার আস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, শমিহাল ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তেম উমেরভকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হবে।

গত সোমবার জেলেনস্কি প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে সরকারের নেতৃত্ব (প্রধানমন্ত্রী) দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

জেলেনস্কি বলেন, এই পদক্ষেপ ইউক্রেনের নির্বাহী শাখার রূপান্তরের সূচনা করছে। এর লক্ষ্য কিয়েভের সক্ষমতা জোরদার করা।

গাজায় ১১২ পানি কেন্দ্রে হামলা, নিহত ৭০০

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৫৮ হাজার ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় শতাধিকবার বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। রোববার ১১২টি পানি সরবরাহ কেন্দ্রে হামলা করে সাত শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সেনারা। তাদের হামলায় ৭২০টি পানির কূপ ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অনাহারের পর এবার পানির তৃষ্ণায় হত্যাযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে ইসরায়েল।

আলজাজিরা জানায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। তারা গাজাবাসীকে হত্যায় নতুন নতুন কৌশল নিচ্ছে। ক্ষুধার্তদের খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে হত্যা করার ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। সর্বশেষ পানি সরবরাহ কেন্দ্রে হামলা করে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৬০ জন চিকিৎসা কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েল।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম অফিস জানিয়েছে, পরিকল্পিত 'তৃষ্ণার্ত যুদ্ধ'-এর অংশ হিসেবে পানির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ওপর হামলায় ৭০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ১১২টি মিঠা পানি সরবরাহ কেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এতে ৭২০টি পানির কূপ ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলোর পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। সাড়ে ১২ লাখের বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানির সুবিধা বঞ্চিত।

এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা নিশ্চিত করছি, এই বর্ণবাদী নীতি জেনেভা কনভেনশনের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।'

অফিসটি জানায়, ইসরায়েল গাজায় প্রতি মাসে ১ কোটি ২০ লাখ লিটার জ্বালানি প্রবেশে বাধা দিয়েছে। এই পরিমাণ জ্বালানি আটকে থাকায় অচল হয়ে পড়ে পানি সরবরাহ কূপ, পয়ঃনিষ্কাশন কেন্দ্র, আবর্জনা সংগ্রহকারী যানবাহন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে গেছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে রোগের আরও বিস্তার ঘটেছে।

গত ৯ মার্চ ইসরায়েল গাজার মধ্যাঞ্চলের দেইর এল-বালাহতে পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ লাইনটি কেটে দেয়। ফলে পানি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পানি সংকট আরও গভীর হয়।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব। কাতারের রাজধানী দোহায় যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আলোচনায় ৬০ দিনের একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে কথা হচ্ছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ১০ জীবিত ইসরায়েলি জিম্মি ও ১৮ বন্দির মরদেহ ফেরতের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। পরে স্থায়ী শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা হবে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি আশা করেন, এই সপ্তাহে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধবিরতির আলোচনা হবে। ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফও এ ব্যাপারে আশাবাদ দিয়েছেন। ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের উপনেতা মুহাম্মদ আল-হিন্দি বলেছেন, 'বন্দিদের বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে ইসরায়েল মূল শর্তগুলো মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমরা একটি কাঠামো চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছি। এতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথা আগ্রাসন বন্ধ করা, গাজা থেকে প্রত্যাহার ও নিরাপদ ত্রাণ বিতরণ।' এর আগে তাঁর দেওয়া ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আটকে যায়।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যমতে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় মৃত্যু বেড়ে কমপক্ষে ৫৮ হাজার ২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত আহত হয়েছেন ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫২০ জন। রোববার নিহতদের মধ্যে গাজার বিশিষ্ট চিকিৎসক আহমেদ কান্দিলও রয়েছেন।

গত ২১ মাসে শত শত বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে হাজার হাজার মানুষ। ধ্বংসস্তূপ থেকে তোলা হয় অন্তত এক হাজার মরদেহ। গত ১৮ মার্চ ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করার পর থেকে অন্তত ৭ হাজার ৪৫০ জন নিহত হয়েছেন। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ প্রথম যুদ্ধবিরতির মধ্যেও ১৭০ জনকে হত্যা করা হয়। এ সময়ের মধ্যে ২ হাজার ২০০ মরদেহ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তোলা হয়। ১৮ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতির আগ পর্যন্ত নিহত হন ৪৬ হাজার ৯১৩ ফিলিস্তিনি।

নিউইয়র্ক-নিউজার্সিতে আকস্মিক বন্যা, জরুরি অবস্থা ঘোষণা

পোস্ট ডেস্ক : ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া ও আশপাশের এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে।

সময় সোমবার (১৪ জুলাই) টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত হয় নিম্নাঞ্চল। এর ফলে যানবাহন চলাচল ও জনজীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে।

নিউজার্সিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন গভর্নর ফিল মার্ফে। তিনি বাসিন্দাদের ঘরে থাকার এবং প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার আহ্বান জানান।

বৃষ্টির কারণে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় যানবাহন আটকে যায়, সাবওয়ে লাইন বন্ধ হয়ে পড়ে। যে লাইনগুলো সচল ছিল, সেগুলোতেও ট্রেন চলাচলে মারাত্মক বিলম্ব ঘটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ম্যানহাটনের একটি সাবওয়ে স্টেশনে পানি ঢুকে ট্রেনের ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। যাত্রীরা আসনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন যেন পানিতে না ভিজে যান। নিউইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে বন্যার পানিতে বেশ কয়েকটি গাড়ি আটকে যায়। উদ্ধারকারীরা আটকে পড়া

মানুষদের উদ্ধারে অভিযান চালান।

অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব পেনসিলভেনিয়ায় মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় ৭ ইঞ্চিরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়। কিছু বাসিন্দা জানান, তাদের ঘরে ৫ ফুটের বেশি পানি ঢুকে পড়ে। সেখানে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যার পর বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে আসায় পানি নামতে শুরু করেছে। তবে কিছু এলাকায় এখনও জলাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কী, ইউক্রেনের শক্তি কতটা বাড়বে

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, ইউক্রেনে তিনি 'প্যাট্রিয়ট' ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাবেন। কতগুলো পাঠানো হবে সে তথ্য প্রকাশ না করলেও ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর দেশ এটি পাঠাবে এবং অর্থ দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আরও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা চেয়ে যে অনুরোধ করেছিলেন সেখানেও এই প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের কথা ছিল। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র কতটা কার্যকরী এবং এটি পেলে রাশিয়ার বিপরীতে ইউক্রেনের শক্তি কতটা বাড়বে? এসব তথ্য নিয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

'প্যাট্রিয়ট' ব্যবস্থা কী

প্যাট্রিয়ট মূলত একটি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর একটি, যা ৮০-এর দশক থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। একটি সাধারণ প্যাট্রিয়টে থাকে রাডার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ যন্ত্র ও

সহায়ক যানবাহন। প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টরের ওপর নির্ভর করে শত্রু বিমান, ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ বা ধ্বংস করতে সক্ষম। সিরিজ-৩ এর প্যাট্রিয়ট লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি আঘাতের পাশাপাশি অনেক বেশি নিখুঁতভাবে কাজ করে। রয়টার্স জানিয়েছে, ইউক্রেনকে ঠিক কোন ধরনের প্যাট্রিয়ট ব্যবস্থা সরবরাহ করা হচ্ছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ইউক্রেন কেন প্যাট্রিয়ট চায়?

রাশিয়ার নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও বেসামরিক এলাকা রক্ষায় কিয়েভ পশ্চিমা মিত্রদের কাছে থেকে বারবার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চেয়ে আসছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান দূরপাল্লার হামলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলো রক্ষার জন্য প্যাট্রিয়ট ব্যবস্থা অপরিহার্য।

এদিকে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র দেয়ার বিষয়টিকে সরাসরি উত্তেজনা বাড়ানোর লক্ষণ হিসেবে দেখছে রাশিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা গত মে মাসে বলেছিলেন, ইউক্রেনকে আরও প্যাট্রিয়ট সরবরাহ করলে শান্তি প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হবে।

রণক্ষেত্র গোপালগঞ্জ

সমাবেশস্থল, জেলা প্রশাসকের বাসভবন, জেলা কারাগার চত্বরসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনাগুলো ঘটে। এ সময় বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে জেলা শহরে ১৪৪ ধারা ও পরে রাত আটটা থেকে পরবর্তী ২২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি'র 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ'- কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই গোপালগঞ্জে উত্তেজনা দেখা দেয়। সকালে পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এনসিপি নেতাদের সম্ভাব্য প্রবেশ পথে গাছ কেটে অবরোধ তৈরি করা হয়। বাধা এড়িয়ে শহরে নেতারা পৌঁছার আগেই পৌর পার্কের সমাবেশ স্থলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। তারা মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধাওয়ায় সটকে পড়ে। পরে সমাবেশস্থলে পৌঁছান এনসিপি নেতারা। সেখানে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষ করে ফেরার পথে ফের হামলা হয় তাদের গাড়িবহরে। ব্যাপক এই হামলার পর এনসিপি নেতাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। হামলা ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় চলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ। দফায় দফায় চলা সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় জেলা শহর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দুপুরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বিকালে ঘোষণা করা হয় রাত আটটা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে। হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে এতে জড়িত কেউ ছাড় পাবে না।

বুধবার বেলা পৌনে ২টার দিকে ২০০ থেকে ৩০০ লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে এনসিপি'র সমাবেশস্থলে যায়। ওই সময় মঞ্চের আশপাশে থাকা পুলিশ সদস্যরা সেখান থেকে দ্রুত আদালত চত্বরে ঢুকে পড়েন। একই সময়ে মঞ্চে ও মঞ্চের সামনে থাকা এনসিপি'র নেতাকর্মীরাও দৌড়ে সরে যান। হামলাকারীরা সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে এনসিপি'র নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন। হামলাকারীরা মঞ্চের চেয়ার ভাঙচুর করে, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে। একপর্যায়ে জেলা পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলে যান। এ সময় এনসিপি'র নেতাকর্মী ও পুলিশ এক হয়ে ধাওয়া দিলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। বেলা ২টা ৫ মিনিটে সমাবেশস্থলে পৌঁছান এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় হামলার মুখে পড়ে এনসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গাড়িবহর। শহরের সমাবেশস্থল থেকে বের হওয়ার পথেই কেন্দ্রীয় নেতাদের বহনকারী গাড়িবহরের ওপর ব্যাপক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফাঁকা গুলি ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। পুলিশ ও র‍্যাবের পাহারায় এনসিপি'র নেতাদের শহর থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা করা হলেও ব্যাপক হামলার মুখে তাদের আবার শহরে ফিরিয়ে আনা হয়। কিছুক্ষণ পরে সেনাবাহিনীর টহল টিম সেখানে এলে তারাও হামলার মুখে পড়ে। পরে এনসিপি'র নেতাকর্মীরা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কম্পাউন্ডের ভেতরে আশ্রয় নেন। বিকাল ৪টার দিকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে গোপালগঞ্জ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় নেতাকর্মীদের। গোপালগঞ্জ থেকে এনসিপি নেতাদের কড়া পাহারায় খুলনা সার্কিট হাউজে পৌঁছে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদিকে এনসিপি'র সমাবেশ ঘিরে হামলা ও সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। হাসপাতাল ও নিহতদের পরিবার সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে আছেন, শহরের উদয়ন রোডের সন্তোষ সাহার ছেলে দীপ্ত সাহা (৩০), কোটালিপাড়ার হরিণাহাটি গ্রামের কামরুল কাজীর ছেলে রমজান কাজী (১৯), শানাপাড়ার সোহেল রানা (৩৫) এবং সদর উপজেলার ভেড়ার বাজার এলাকার ইমন। গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক জীবিতেষ বিশ্বাস রাতে বলেন, এখন পর্যন্ত চারজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অনেকে চিকিৎসা নিলেও তাদের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি। নিহতদের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে সারা দেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করছে। আত্মগোপণে থাকা আওয়ামীলীগ নেতারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিচ্ছেন।

শেখ রেহানা পরিবারের ৩০০০ শতাংশ

কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে এসব স্থাবর সম্পদ বেরিয়ে আসে।

সংস্থাটি বলছে, গাজীপুরের কানাইয়া, বাঙালগাছসহ বেশ কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান করে শেখ রেহানার স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। এই স্থাবর সম্পদগুলো ক্রোক ও রিসিভার নিয়োগের বিষয়ে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রেহানা পরিবারের সম্পদ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে সংস্থাটি। এ সময় তার বড় মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের নামে থাকা 'টিউলিপ টেরিটরি' বাগানবাড়িটি বেশ আলোচনায় আসে। দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমের খবরে আলোচনায় আসার পর অনুসন্ধান শুরু করে দুদকও। তখন দুদকের গোপন অনুসন্ধানে শুধু একটি বাগানবাড়িই বেরিয়ে আসে। যা শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকের নামে কেনা। তবে এখানেই থেমে থাকেনি দুদক। জানুয়ারি মাসে প্রকাশ্যে অনুসন্ধানে নেমে যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে অজগর বের হয়ে আসে। শফিক আহমেদ সিদ্দিক, শেখ হাসিনা সরকারের আমলের সামরিক উপদেষ্টা তারিক সিদ্দিক ও তাদের আরেক ভাই প্রয়াত রফিক সিদ্দিকসহ পরিবারের সদস্যদের নামে অন্তত তিন হাজার নয় শতাংশ জমির খোঁজ পায় দুদক।

দুদকে হাতে থাকা পরিবারটির নামে পাওয়া সম্পদের মধ্যে বেশির ভাগই শেখ রেহানার স্বামী শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও তার দেবর তারিক আহমেদ সিদ্দিকের। সম্পদের তালিকায় তারিক আহমেদ সিদ্দিকের বাঙালগাছ মৌজায় রয়েছে ১৬৫ শতাংশ জমি । যা কেনা হয়েছিল ২০২১ সালের ২০শে জানুয়ারি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি আরেকটি দলিলে রয়েছে ৩৩ শতাংশ জমি। ২০২০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিক সিদ্দিকের নামে কেনা হয় আরও ৩০ শতাংশ জমি। এটি ফাকাইল মৌজায়। এ ছাড়া তার স্ত্রী শাহিন সিদ্দিকের নামেও রয়েছে একই মৌজায় ভিন্ন ভিন্ন দলিলে ২০৭, ২৬, ৩৬৫, ৪৩ শতাংশ জমি। এসব স্থাবর সম্পদের দলিল মূল্যই রয়েছে কোটি টাকার ওপরে।

দুদকের তথ্য মতে, গাজীপুরের কানাইয়ায় সবচেয়ে বেশি জমি কিনেছেন শফিক আহমেদ সিদ্দিক। আর তার ছোট ভাই ও তারিক আহমেদ সিদ্দিক বেশি পরিমাণ জমি কিনেছেন গাজীপুরের বাঙালগাছ ও ফাকাইল মৌজায়। এ ছাড়া তাদের বড় ভাই প্রয়াত রফিক আহমেদ সিদ্দিক কিনেছেন বাঙালগাছ মৌজায়। এ ছাড়াও এসব স্থানে জমি রয়েছে, শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, রফিক সিদ্দিকের স্ত্রী নাজেরা সিদ্দিকের নামে। তাদের নামেও রয়েছে কয়েকশ' শতাংশ জমি।

দুদকের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা কেবল সার্চ করে ৩ হাজার শতাংশের বেশি পরিমাণ জমি পেয়েছি। এসব জমিতে তিন ভাইয়ের নামে একাধিক বাংলো বাড়ি রয়েছে। তবে যতদূর জানতে পেরেছি এই সম্পদগুলো বিক্রি করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। তাই আদালতের অনুমোদনক্রমে দ্রুত সম্পদগুলো ক্রোক করা হবে। যাতে অনুসন্ধানে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, শেখ রেহানা পরিবারের সম্পদের অনুসন্ধান চলছে আগে থেকেই। তারই অংশ হিসেবে কর্মকর্তা আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত জানেন। অনুসন্ধান শেষে তিনি বিধি অনুযায়ী কমিশনকে প্রতিবেদন জমা দেবেন।

এর আগে গত ৩রা জুন তারিক আহমেদ সিদ্দিক, স্ত্রী শাহীন সিদ্দিক ও মেয়ে নুরিন সিদ্দিকের ২৪ বিঘা জমিসহ ৫টি প্লট ও ৫টি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। জব্দ হওয়া সম্পদের মধ্য বারিধারার ডিওএইচএসের ৭ তলা বাড়ি, একই এলাকার ৭ তলা আরেকটি ভবনের তিনটিসহ পাঁচটি ফ্ল্যাট, পূর্বাঞ্চলের নতুন শহরে ২০ কাঠা জমির ৪টি প্লট এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি প্লট।

এ ছাড়া গত ২রা জুলাই তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও তার ভাই শফিক আহমেদ সিদ্দিকের নামে থাকা ১৫ কোটি টাকা মূল্যের জমি ও ভবন জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি এসব সম্পদ দেখাশোনার জন্য রিসিভার নিয়োগের আদেশ দেয় আদালত। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। জব্দের আদেশপ্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে- শফিক আহমেদ সিদ্দিকের গাজীপুরের মোট ৩৩.৫০ শতাংশ জমির মধ্যে বিক্রীত অংশ বাদে ১৭ শতাংশ জমি এবং তারিক আহমেদ সিদ্দিকের ১৯.৫০ শতাংশ জমিতে নির্মিত দশতলা ভবনের অর্ধেক, যা মোট ৬৭ শতাংশ জমিতে অবস্থিত।

জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগ কাজে

গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করার আন্দোলনে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাদের স্মরণে প্রথমবারের মতো গতকাল বুধবার পালিত হচ্ছে জুলাই শহীদ দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সরকার এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়েও শহীদদের শান্তির জন্য প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রথমবারের মতো আজ দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জুলাই শহীদ দিবস। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করার আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী সব শহীদকে। জুলাই যোদ্ধাদের দেওয়া সরকারি সুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা জানান, প্রতিটি শহীদ পরিবারকে এককালীন ৩০ লাখ টাকা ও মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণেও একই রকম নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ড.মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা বিলোপের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলিতে ও সন্ত্রাসীদের হামলায় এই দিনে চট্টগ্রাম, রংপুর ও ঢাকায় অন্তত ৬ জন শহীদ হন। ক্ষণজন্মা অকুতোভয় এই বীরদের আত্মদান আন্দোলনে তীব্র গতির সঞ্চার করে। প্রতিবাদে দেশজুড়ে রাজপথে নেমে আসে লাখো শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতা। আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে বাড়তে থাকে শহীদদের সংখ্যা। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বৈষম্য ও কোটাবিরোধী আন্দোলন অচিরেই রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। সর্বস্তরের মানুষের দুর্বার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় স্বৈরাচার। হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে হয় মুক্তির নতুন সূর্যোদয়। শহীদদের স্মরণ ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে এবং শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর'এবং 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়েছে। জুলাই শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত ও গেজেটে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান আছে। বাণীতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী সব শহীদের রুহের মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা।

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ৪ লেবার

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডানকান-জর্ডান, লেইশম্যান এবং হিঞ্চলিফ গত বছর প্রথমবারের মতো লেবার এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কেন তিন এমপি দলীয় হুইপ হারিয়েছেন তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি, তবে ৪৭ জন লেবার এমপি সরকারের কল্যাণে কর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং মন্ত্রীদের তাদের পরিকল্পনা বাতিল করার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই মাসের শুরুতে সরকারের কল্যাণ সংস্কার বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন তিনজনই বরখাস্ত এমপি। এই বিদ্রোহ স্যার কিয়ারের কর্তৃত্বকে ক্ষুন্ন করে, যা নীতিগত পরিবর্তনের পর দুর্বল হয়ে পড়ে, যেমন লক্ষ লক্ষ পেনশনভোগীদের শীতকালীন জ্বালানি ভাতা পুনরুদ্ধার করা।

পুলের এমপি ডানকান-জর্ডান একটি চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে "দিক পরিবর্তন" ছাড়া সরকারের কল্যাণমূলক পরিবর্তনগুলি "সমর্থন করা অসম্ভব"।

এক বিবৃতিতে ডানকান-জর্ডান বলেছেন: "নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমি আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি, যার মধ্যে সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ভাতা হ্রাসের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এর জন্য মূল্য দিতে হতে পারে, কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও দরিদ্র করে তোলা সমর্থন করতে পারি না।

"যদিও আজ আমাকে সংসদীয় লেবার পার্টি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, আমি ৪০ বছর ধরে লেবার এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অংশ এবং এর মূল্যবোধের প্রতি বরাবরের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।

"আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে: এটি স্বাভাবিক বিষয়। আমি আপনাদের পরিশ্রমী স্থানীয় এমপি হিসেবেই থাকব, আপনাদের উদ্বেগ তুলে ধরব এবং পুলের পক্ষে কথা বলব।"

অ্যালোয়া এবং গ্রেঞ্জমাউথের এমপি লেইশম্যানও সরকারের সুবিধা ব্যবস্থার পরিবর্তনের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক।

তিনি বলেন: "আমি একজন গর্বিত লেবার সদস্য এবং আমি দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি একজন লেবার এমপি থাকতে চাই এবং অনেক ভোটার যে ইতিবাচক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তা বাস্তবায়ন করতে চাই।

"আমি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি কারণ আমি অ্যালোয়া এবং গ্রেঞ্জমাউথ জুড়ে সম্প্রদায়ের কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে এবং তাদের কণ্ঠস্বর হতে চাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একজন এমপি হিসেবে মানুষকে আরও দরিদ্র করা আমার কর্তব্য নয়, বিশেষ করে যারা কঠোর ব্যবস্থা এবং এর ভয়াবহ পরিণতির কারণে কষ্ট ভোগ করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০ মাসে ৩৫৫৪

নিক্ষেপ পাঁচটি, নারী ও শিশু নির্যাতন ১২ হাজার ৭২৬টি, অপহরণ ৮১৯টি, সিঁধেল চুরি দুই হাজার ৩০৪টি, চুরি সাত হাজার ৩১০টি এবং এই সময়ে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা এক লাখ ৪৪ হাজার ৯৫৫টি।

গত সোমবার প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ১০ মাসের অপরাধ পরিসংখ্যানে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এসব পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।

অপরাধ পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৩৬৭টি, খুন হয়েছে এক হাজার ৯৩৩টি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে দুই হাজার ৭৪৪টি। এ সময় নারী নির্যাতন ছয় হাজার ১৪৪টি এবং শিশু নির্যাতনের দুই হাজার ১৫৯টি ঘটনা ঘটেছে।

এর আগের বছর ২০২৪ সালে ডাকাতি হয়েছিল ৪৯০টি, খুন চার হাজার ১১৪টি, ধর্ষণ চার হাজার ৩৯৪টি, নারী নির্যাতন ১০ হাজার ১৯৮টি এবং শিশু নির্যাতন দুই হাজার ৯৬৪টি।

২০২৩ সালে ডাকাতি হয়েছিল ৩১৯টি, খুন তিন হাজার ২৩টি, ধর্ষণ পাঁচ হাজার ১৯১টি, নারী নির্যাতন ১১ হাজার ২৭টি এবং শিশু নির্যাতন দুই হাজার ৭১৩টি। ২০২২ সালে ডাকাতি হয়েছিল ৪০৬টি, খুন তিন হাজার ১২৬টি, ধর্ষণ ছয় হাজার ৩২টি, নারী নির্যাতন ১২ হাজার ৫১৮টি এবং শিশু নির্যাতন তিন হাজার ২০৫টি। ২০২১ সালে ডাকাতি হয়েছিল ৩০৮টি, খুন তিন হাজার ২১৪টি, ধর্ষণ ছয় হাজার ৩৪১টি, নারী নির্যাতন ১২ হাজার ৮৫৫টি এবং শিশু নির্যাতন দুই হাজার ৯২৮টি। ২০২০ সালে ডাকাতি হয়েছিল ৩০২টি, খুন তিন হাজার ৫৩৯টি, ধর্ষণ ছয় হাজার ৫৫৫টি, নারী নির্যাতন ১৩ হাজার ৪৩১টি এবং শিশু নির্যাতন দুই হাজার ৫১৫টি। দেশে ১০ মাসে এতোসব অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পরও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশে বড় ধরনের সহিংস অপরাধের সংখ্যা বাড়েনি। তবে এ নিয়ে দেশজুড়ে বইছে আলোচনা আর সমালোচনা। ৬ মাসে প্রায় ৪ হাজার মানুষ খুনের পরও প্রধান উপদেষ্টা অনুতপ্ত না হয়ে খুনিসহ অপরাধিদের আস্কারা দিচ্ছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. ফজলে এলাহি বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও ঘটেনি। বর্তমান সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক। যা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আর এই সংকট মোকাবিলায় সরকারের কার্যত কোন পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। দিন যতই যাচ্ছে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

দেশের রাষ্ট্র প্রধান বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন এক উল্টো স্রোতে। বিএনপি ক্ষমতায় না আসলেও দেশের নিয়ন্ত্রন যেন তাদের হাতে। দলীয় নেতাকর্মীরা নিয়ন্ত্রন করছেন প্রশাসন। তাদের ভয়ে প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বিএনপি নেতাকর্মীরা দেশে আলোচিত একটি হত্যাকান্ড ঘটালেও যা চাপের মুখে দেশের মিডিয়া ২ দিন এড়িয়ে যায়। এখন ওই হত্যাকাণ্ড রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে অর্জনগুলো। কূটকৌশলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করছেন রাজনীতিকরা। এখানে আওয়ামী লীগ অনুপস্থিত। অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো যে ভাষায় কথা বলছে তা দেখে দূর থেকে আওয়ামী লীগ হাসছে। যে শক্তি বঙ্গবন্ধুর ছবি ও ভাস্কর্য ভেঙেছে সেই শক্তিকেও দেখা গেল জিয়াউর রহমানকে অবমাননা করছে। কুৎসিত ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে। মূলত বিএনপি-জামায়াত এখন মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন।

গত ৯ জুলাই দেশের ইতিহাসে একটি ন্যাক্কারজনক হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। যা দুই দিন চাপা পড়ে থাকলেও পরে প্রকাশ পায়।

ব্যবসায়ী সোহাগ হত্যাকান্ড! যেকোনো বিবেচনায় এটা নির্মম, নিষ্ঠুর। ঘুঁটি কোথায় বসে সাজানো হয়েছিল তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলছে। এটা কি নিছক হত্যাকাণ্ড? এ ঘটনায় বিএনপিকে দায়ি করে জামায়াত প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে। বিএনপির নানা অপকর্মেরে ফিরিস্থি তারা কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা-উপজেলায় প্রচার করছে। প্রকাশ্যে মিছিল করেছে বিএনপি'র বিরুদ্ধে।

৫ই আগস্টের পর বিএনপিকে চাঁদাবাজ আর দখলবাজের দৌরাত্ম্য দেখে অনেকেই সতর্ক করেছিলেন। বিএনপি নেতারা তেমনটা আমলে নেননি। ক্যাডাররা যখন বিএনপির কাফেলায় যোগ দেয় তখন বোঝা উচিত ছিল নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো মতলব আছে। এই সোহাগ ছিল বিএনপি নেতা। তাকেই পৈশাচিকভাবে হত্যা করে দলীয় ব্যানারে থাকা তারই বন্ধুরা। যারা একসঙ্গে চাঁদাবাজির নিশানা উড়িয়েছিল। কারা তাকে হত্যা করলো? কেনই বা করলো? তদন্ত হচ্ছে । ফলাফল হয়তো জানা যাবে না। কারণ এর পেছনে দেশি-বিদেশি 'কালো হাত' রয়েছে।

সোহাগ হত্যাসহ নানা অপরাধ দেশে সংগঠিত হতে থাকলে প্রফেসর ইউনূসের ঐকমত্য কমিশনের বারোটা যে বেজে গেল। জামায়াত, এনসিপি আর বিএনপি কি একসঙ্গে এক টেবিলে বসবে? সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিস্তর ফারাক।

লন্ডনে তারেক রহমানের সাথে বৈঠকের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনীতিতে ইউনুস আলোচনায় এলেও একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর বৈঠক তাকে সমালোচনা থেকে বের করে আনতে পারেনি। সারা বিশ্বে চলছে এ নিয়ে আলোচনা। অনেকে ড. ইউনুসের একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

দেশের এই সার্বিক অবস্থায় মানুষের মনে শুধুই আতঙ্ক। দেশের প্রধান দুই দল মুখোমুখি অবস্থানে থাকায় আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে। ড. ইউনুসের নীতি-কৌশল পশ্চিমা দুনিয়ায় প্রশ্নবোধক হয়ে গেছে। প্রফেসর ইউনুসের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার পাল্লা ভারি হচ্ছে দিন দিন।

কাবার উপরে সরাসরি সূর্যের অবস্থান

সূর্যোদয়ের সঠিক সময়ে, তারা কেবল সূর্যের দিকে মুখ করে মক্কার দিকে তাদের নামাজ নির্ভুলতার সাথে পাঠ করতে পারেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সারিবদ্ধকরণকে জেনিথ পয়েন্টের কাছে বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ পর্যবেক্ষণের একটি মূল্যবান সুযোগ হিসেবেও দেখেন। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ সৌরজগতের অবস্থান এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

ট্রাম্পের ডিগবাজি

অনুচিত কাজ হবে।' যদিও ক্রেমলিনের অভিযোগ, কিয়েভে অস্ত্র সরবরাহের নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে আমেরিকা। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হুমকির পাশাপাশি কিয়েভের সঙ্গে হাত মেলালে শান্তি প্রচেষ্টা আরও বিলম্বিত হবে বলে পরোক্ষে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ।

সোমবার ট্রাম্প রাশিয়াকে ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি চুক্তির জন্য ৫০ দিন সময় বেঁধে দেন। পাশাপাশি, মস্কোর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প জানান, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (নেটো)-র সদস্যেরা কিয়েভকে সামরিক সহায়তা দেবে।

সংবাদমাধ্যম 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের' একটি প্রতিবেদন সূত্রে খবর, জেলেনস্কিকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের আশ্বাসও দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে, মস্কোয় হামলা চালানোর জন্য নাকি ইউক্রেনকে রীতিমতো উস্কানি দিয়েছেন ট্রাম্প! গত ৪ জুলাই নাকি ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ফোন করে প্রশ্ন করেন, 'ঠিকঠাক অস্ত্র পেলে আপনি রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে মস্কো বা সেন্ট পিটার্সবার্গে হামলা চালাতে পারবেন?' এর উত্তরে জেলেনস্কি বলেন, 'অবশ্যই পারব! আপনি যদি অস্ত্র দেন।' ফলে এক দিকে রাশিয়াকে শান্তিপ্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া, আবার অন্য দিকে ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়ার আশ্বাসড় সব মিলিয়ে ট্রাম্পের এই 'দ্বিচারিতা' নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এ বার তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদল করলেন ট্রাম্প।

বিজেপি সরকারের কঠোর সমালোচনায়

ভালো থাকতেন। তাদের দিয়ে কাজ করাবে আর বাংলায় কথা বললেই জেলে নিয়ে যাবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। কেন? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অঙ্গ নয়?'

বাঙালিদের ওপর অত্যাচার মানবেন না জানিয়ে মমতা বলেন, 'ভারত সরকার ও বিজেপির এ আচরণে আমি অত্যন্ত লজ্জিত, ব্যথিত, দুঃখিত ও মর্মাহত। ভারত সরকার একটি নোটিফিকেশন করেছে। সেটি আমরা চ্যালেঞ্জ করব। লুকিয়ে লুকিয়ে নোটিফিকেশন করে যেখানে বিজেপি আছে, সেখানে পাঠিয়েছে। এতে পরিষ্কার বলা আছে, বাংলায় কথা বলে এমন কাউকে সন্দেহ হলে অ্যারেস্ট করবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলেও এমন হচ্ছে।'

মমতা বলেন, 'বাঙালিদের ওপর এত রাগ কেন? কী করেছে বাঙালিরা আপনাদের? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন করেছিলেন। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। জনগণমন-অধিনায়ক কি একজন বাঙালি লেখেননি?'

তিনি বলেন, 'আমি বিহারে শুনেছি ৩০ লাখ ৫০ হাজার ভোটার বাদ দিয়েছে। এসব করে মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে বিজেপি জিতেছে। বিহারেও সেই পরিকল্পনা করেছে। বাংলাতেও পরিকল্পনা করছে। আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করব। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।'

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কাজ করলে তাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। নথিপত্র দেখানোর পরই জেলে নেওয়া হচ্ছে। তার বয়স্ক মা, স্ত্রী, বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কী অপরাধ করেছে তারা? বাংলা ভাষায় কথা বলেছে।' তিনি বলেন, দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের পানির লাইন ও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে।

মমতা বলেন, 'ভারতের যত স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ বাংলার লোক। যারা বাংলায় কথা বলতেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন পাঞ্জাবিরা। যারা ভারত স্বাধীন করেছেন, জাতীয় সংগীত দিয়েছেন, যারা জনগণমন-অধিনায়ক গেয়েছেন, আজ তাদের ওপর অত্যাচার? আজ এনআরসির নামে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে?'

এরপরই কঠোর ভাষায় মমতা বলেন, 'আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলব। ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখো।' ধর্ম দেখে দেখে মানুষকে বাছা হচ্ছে বলে অভিযোগ মমতার।

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলা বিশ্বজুড়ে

এমন এক সময় হলো, যখন সুয়েইদা শহরে স্থানীয় সুন্নি বেদুইন গোষ্ঠী ও দ্রুজ সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে। দ্রুজদের সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা ইসরায়েল দাবি করছে, তারা এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্যই হস্তক্ষেপ করছে।

এদিকে সিরীয় সরকার মঙ্গলবার শহরটিতে সেনা মোতায়েন করে এবং একটি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়। তবে তা দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং সংঘর্ষ আবার শুরু হয়।

দামেস্কে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে বিশ্বজুড়ে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে :

যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, সহিংসতার এই মাত্রা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন'।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি...আমি এইমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি।

আমরা এই পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং আশা করছি আজকের মধ্যেই কিছু আপডেট দিতে পারব। কিন্তু আমরা এটি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।'

তুরস্ক

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলি হামলাগুলোকে নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এসব হামলা সিরিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'সিরীয় জনগণের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত হওয়ার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে যারা সমর্থন করেন, তারা যেন সিরীয় সরকারের শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেন।

এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন একে পার্টির মুখপাত্র ওমের চেলিক হামলাগুলোর নিন্দা করে বলেন, 'ইসরায়েলি হামলা পুরো অঞ্চল এবং বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করছে।'

জিসিসি

বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে গঠিত গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) 'তীব্রতম ভাষায়' এই হামলাগুলোর নিন্দা জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে জিসিসির মহাসচিব জাসেম মোহাম্মদ আলবুদাইউই বলেন, ইসরায়েলি হামলা 'সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক আইন ও মানদণ্ডের অবমাননা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি'।

তিনি সিরিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি জিসিসির সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এই হামলার ধারাবাহিকতা 'দায়িত্বজ্ঞানহীন উসকানি' এবং সিরিয়া ও ওই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

নরওয়ে

নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ ও স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে পারে।

এস্পেন বার্থ এইদে এক্সে লেখেন, 'সাম্প্রতিক ইসরায়েলি বিমান হামলা ও সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। এই পরিস্থিতির বিস্তার সিরিয়ার নেতৃত্বাধীন শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারে।'

সব পক্ষকে 'সর্বোচ্চ সংযম' প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, তিনি 'এই সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত'।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর মুখে

পার্লামেন্টে এখন নেতানিয়াহুর জোট সরকার খুব সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। যদিও গাজায় সম্ভাব্য একটি যুদ্ধবিরতির জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন এখনো নেতানিয়াহুর হাতে আছে। ইউটিজের আইনপ্রণেতারা বলেছেন, তাদের পদত্যাগ ৪৮ ঘণ্টা পর কার্যকর হবে। সংকটের একটি সমাধান খুঁজে বের করতে তারা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে এ সময় দিয়েছেন। কয়েক মাস ধরেই বিষয়টি নিয়ে ইসরাইলের জোট সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল।

তবে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নেতানিয়াহু যদি সংকটের সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন তারপরও এখনই তাকে বিপদে পড়তে হবে না। কারণ, পার্লামেন্ট জুলাইয়ের শেষে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে যাচ্ছে। এতে সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর আগে সংকট সমাধানের পথ খুঁজে পেতে আরও তিন মাস সময় পাবেন তিনি। কাতারে চলমান যুদ্ধবিরতি আলোচনা নিয়েও নেতানিয়াহু তার জোটের কট্টর ডানপন্থী দলগুলোর চাপের মুখে রয়েছেন। ফিলিস্তিনের গাজায় ৬০ দিনের একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা চলছে। এ যুদ্ধবিরতির লক্ষ্য, হামাসের হাতে বন্দী থাকা ইসরাইলি বাকি জিম্মিদের অর্ধেককে মুক্ত করা এবং গাজার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানবিক সহায়তা পাঠানো।

যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হলে গাজায় যুদ্ধ পুরোপুরি অবসানের জন্য পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা শুরু করার পথও খুলবে। যদিও ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ও অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে মনে হচ্ছে, তাঁদের ভোট ছাড়াই নেতানিয়াহু সম্ভবত একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে পারবেন। নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ মিত্র তোপাজ লুক মঙ্গলবার আর্মি রেডিওকে বলেছেন, যখনই সঠিক চুক্তিটি সামনে আসবে, প্রধানমন্ত্রী তাতে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাবেন এবং সেটা কার্যকর করতে পারবেন।

ইসরাইলিরা গাজায় ২১ মাস ধরে চলা যুদ্ধ নিয়ে ক্রমে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামাস হামলা চালায়। সেদিন থেকেই গাজায় যুদ্ধ শুরু করেছে দেশটি। ইসরাইলের ভাষ্য, হামাসের হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ইসরাইলের নৃশংসতায় গাজায় এ পর্যন্ত ৫৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন গাজার প্রায় শতভাগ মানুষ। সেখানে চরম মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে এবং পুরো উপত্যকাটি দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

ইসরাইলে অতি রক্ষণশীল ধর্মীয় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে বাধ্যতামূলক সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে আসছেন। এ নিয়ে (বিশেষ শ্রেণির জন্য সুবিধা) অনেক ইসরাইলি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন, এ ক্ষেত্রে যারা বাধ্যতামূলক সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে এ ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতি রক্ষণশীল ইহুদি নেতারা বলেন, ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে পূর্ণকালীন নিয়োজিত থাকা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র কাজ। এই নেতাদের ভয়, যদি তাদের তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁরা ধর্মীয় জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন। গত বছর ইসরাইলি সুপ্রিম কোর্ট সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বিশেষ শ্রেণির অব্যাহতির অবসান ঘটানোর নির্দেশ দেন। এদিকে পার্লামেন্ট একটি নতুন বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগ আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছে। তবে সেই আইন এখন পর্যন্ত ইউনাইটেড তোরা জুডাইজমের দাবিগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এনসিপির ওপর হামলার ঘটনায়

সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি এই নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, গোপালগঞ্জ জেলায় এনসিপির পূর্বঘোষিত 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিতে পতিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সন্ত্রাসী দোসররা হামলা চালিয়েছে। এনসিপির নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিক নিয়মে প্রশাসনের সঙ্গে পূর্ব থেকেই আলাপ আলোচনা করে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা চেয়েছে। যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। এটি উদ্বেগজনক। গোপালগঞ্জ বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জেলা নয়। এটি বাংলাদেশেরই অংশ। সরকারকে গোপালগঞ্জসহ বাংলাদেশের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে খুনি শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন হয়েছে। কিন্তু দেশ এখনো ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়নি। পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন চালিয়েছে। তারা দেশকে আবারো অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তারা নানা অপতৎপরতা চালিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়। তারই অংশ হিসেবে আজ এনসিপির পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, ভাঙচুর চালিয়েছে। আওয়ামী দুর্বৃত্তরা ইউএনওসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়ি ভাঙচুর করে তাতে অগ্নিসংযোগ করেছে। এই সন্ত্রাসী ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আমি তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি এবং আওয়ামী দুর্বৃত্তদের এই সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পতিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

৮৬৪ স্থানে হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফলক

কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

তিনি বলেন, জুলাই শহীদদের স্মরণে তারা যেখানে শহীদ হয়েছেন, সে স্থানে এসব ফলক বসানো হবে। একইসঙ্গে তাদের হত্যার বিচার দ্রুত করা হবে। এ জন্য সরকার তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। ক্যাঙ্গারু কোর্ট নয়; সময় নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে এই বিচার কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। গত বছরের জুলাই-আগস্টেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামে ১৫ জন শহীদ হয়েছেন।

এর মধ্যে নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন মুরাদপুরে প্রাণ হারিয়েছেন ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক, তানভীর, সাইমনসহ ৮ জন। তাদেরই স্মরণে গতকাল বহদ্দারহাট মোড়ে স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।

এ সময় তার সঙ্গে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক মো. নোমান হোসেন প্রমুখ।

স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প নির্মাণের পর উপদেষ্টা নগরীর পাঁচলাইশে জুলাই শহীদদের স্মরণে নির্মাণাধীন স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করেন। এসময় শহীদ পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভুলে জীবনের ঝুঁকিতে ৩৩ হাজার আফগান

পোস্ট ডেস্ক : এক নজিরবিহীন তথ্য ফাঁসের ঘটনায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হাজার হাজার আফগান নাগরিকের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। এই তথ্য ফাঁসের পর বিষয়টি আড়াল করতে যুক্তরাজ্য সরকার একটি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী সুপার ইনজাংশনও ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে আদালতের অনুমতি ছাড়া এমনকি এই আদেশের অস্তিত্ব নিয়েও কাউকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য টাইমস এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

দ্য টাইমস জানায়, ঘটনাটির সূত্রপাত ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সে সময় এক ব্রিটিশ সৈনিক ভুল করে ব্রিটেনে আশ্রয়ের আবেদনকারীদের যাচাই করতে গিয়ে প্রায় ৩৩ হাজার ব্যক্তিগত তথ্যসহ একটি ডেটাবেস আফগানদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর এই তথ্য তৃতীয় এক ব্যক্তির হাতে পৌঁছায়, যিনি তা ফেসবুকে প্রকাশের হুমকি দেন।

ধারণা করা হচ্ছিল, যদি এই তথ্য তালেবানের হাতে চলে যেত, তাহলে তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনত। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের একে একে হত্যা করতে পারত তালেবান। পুরো তালিকাটি কার্যত এক 'মৃত্যু তালিকায়' পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এই অবস্থায় ওই তথ্য ফাঁস নিয়ন্ত্রণে আনতে 'অপারেশন রুবিফিক' নামে একটি গোপন অভিযান চালু করে ব্রিটিশ সরকার। এই বিপর্যয়ের পরিণতি মোকাবিলায় প্রায় ৭ বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল আফগানিস্তান থেকে লোক সরিয়ে নেওয়ার (ইভাকুয়েশন) জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গোপন পরিকল্পনা।

এদিকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে যে সুপার ইনজাংশন আরোপ করেছিল, তা ২০২৪ সালের মে মাসে তা তুলে নেন বিচারক চ্যাম্বারলেইন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের আগে কনজারভেটিভ সরকার তা আবার কার্যকর করে এবং লেবার সরকার ক্ষমতায় এসেও তা বহাল রাখে।

স্বাধীন পর্যালোচনায় দেখা গেছেড়তালেবান এই তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করবেড়এমন শঙ্কা এখন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবে এই সুপার ইনজাংশনের কারণে প্রায় ৯০০ আফগান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, ব্রিটিশ সরকার তাঁদের জীবনের ঝুঁকি সম্পর্কে কোনো সতর্কবার্তা দেয়নি। এর বদলে সরকার বরং ঘটনাটি গোপন রাখতে সুপার ইনজাংশনের আশ্রয় নিয়েছে।

এই মামলা মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ব্যয় হতে পারে অন্তত ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

তালিকায় থাকা অনেকেই ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন বা 'আফগান রিলোকেশন স্কিম'-এর আওতায় যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তথ্য ফাঁসের ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন ছিল। বহু আফগান, যাঁদের জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল, তাঁরা আজও কোনো সতর্কবার্তা পাননি।

দ্য টাইমস জানিয়েছে, র‍্যাচেল রিভসের নেতৃত্বে ২০২৩ সালের অক্টোবরে একটি গোপন পরিকল্পনায় ২৫ হাজার ব্যক্তিকে যুক্তরাজ্যে আনার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪২ হাজার ৫০০ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৮ হাজার ৫০০ জন যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও ৫ হাজার ৪০০ জন পৌঁছাবেন। তবে অন্যদের কোনো পরিকল্পনায় রাখা হয়নি।

তথ্য ফাঁসের ঘটনাটি নিয়ে ব্রিটিশ বিচারপতি চ্যাম্বারলেইন মন্তব্য করেছেন, যে সিদ্ধান্তে হাজার হাজার মানুষের জীবন ও বিপুল অর্থ জড়িত, তা জনগণ ও সংসদের জানার বাইরে রাখা সাংবিধানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

এখনও ধারণা করা হচ্ছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্যের কিছু ব্যক্তির কাছে ওই তালিকার কপি রয়েছে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে সেটি বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রিও হয়েছে।

এই তথ্য ফাঁস এবং পরবর্তী গোপন প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছে।

মুসলিমের সাফল্যের মূলমন্ত্র ঈমান-এখলাস ও সুন্নাহ

পোস্ট ডেস্ক : আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের হেদায়াত দিয়েছেন, ক্ষমার পথ খুলে দিয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের কল্যাণের পথনির্দেশ করেন। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের বিকার ও আমলের অনিষ্টতা থেকে আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

আমরা সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও সর্বশেষ রাসুল।

কোরআনের ভাষায় তাকওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং কেউ যেন ইসলাম ব্যতীত অন্য অবস্থায় মৃত্যু না বরণ করে।’

(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

তিনি আরো বলেন :

‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেখান থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, এবং উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।’

(সুরা : আন-নিসা, আয়াত : ১)

এই আয়াতসমূহে আমাদের জন্য তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে; যা

ঈমানের ভিত্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়।

এখলাস ও সুন্নাহ ঈমান ও ইবাদতের ভিত্তি

খুতবায় বলা হয়, আল্লাহর প্রতি ঈমান শুধু মুখের উচ্চারণ নয়।

বরং তা অন্তরের বিশ্বাস, জিহ্বার স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মে প্রকাশ পায়। একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাই ঈমানের প্রকৃত বাস্তবায়ন। এই দুটি শর্ত পূরণ না হলে কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

রাসুল (সা.)-এর এক মহামূল্যবান নির্দেশ

একজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যাতে অন্য কাউকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে না হয়।’

রাসুল (সা.) বললেন:

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ

‘বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; তারপর তাতে অটল থাকো।’

মুসলিম, হাদিস : ৩৮)

এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর হাদিসে ইসলামের পূর্ণ ভিত্তি নিহিত রয়েছে—ঈমান এবং তাতে স্থিরতার ওপর।

এখলাস ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল নয়

শুধু আমল করাই যথেষ্ট নয়, বরং তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। ইমাম ফুযাইল ইবনে আয়াজ (রহ.) বলেন :

“যদি আমল খাঁটি (ইখলাসপূর্ণ) না হয়, তা কবুল হয় না। আর যদি আমল সহীহ (সুন্নাহ অনুযায়ী) না হয়, তা-ও কবুল হয় না—যতক্ষণ না তা খাঁটি এবং সঠিক উভয়ই হয়।”

অর্থাৎ আমল হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তা হতে হবে নবী (সা.)-এর দেখানো পথে।

সুন্নাহ নির্ভুল অনুসরণই সাহাবিদের পথ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, সাহাবিগণ কখনো গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) ইবাদত করতেন না। তারা ফেরেশতা, নবী, কবর কিংবা মৃত কারো কাছে সাহায্য চাইতেন না। তারা জানতেন—এ সব কিছুই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। বরং তারা শুধু আল্লাহর দিকেই রুজু করতেন এবং তাঁরই দিনে নিজেদের উৎসর্গ করতেন।

তারা একাগ্রতার সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করতেন, রমজানে রোজা রাখতেন, জাকাত দিতেন, হজ করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন। তাদের দিন ছিল শুধু নবী (সা.)-এর আদর্শে গঠিত।

সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া ও খাঁটি নিয়ত আমলের শর্ত

ইবাদত বা দিনি কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ নিজের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সংস্কার বা বিদআতকে অনুসরণ করে, তবে তার সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা শিরকের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। ইসলামের ব্যাখ্যা তাই : আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, ইবাদতের মাধ্যমে আনুগত্য, এবং শিরক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

জান্নাতের সুসংবাদ তাদের জন্য যারা...

মহান আল্লাহ বলেন :

‘নিশ্চয়ই যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’, অতঃপর তাতে অটল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতীর্ণ হয় এবং বলে—ভয় করো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।’

(সুরা : ফুসসিলাত, আয়াত : ৩০)

খুতবার শেষ প্রান্তে এসে মুসলমানদের উদ্দেশে বিশেষভাবে দরুদ পাঠ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ, রাসুল (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা মুমিনের ঈমানের নিদর্শন এবং এতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ হয়।

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন।’

খুতবার শেষাংশে বিশ্ব মুসলিমদের, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মজলুম ভাইদের জন্য হৃদয়বিদারক মোনাজাত করা হয়। বলা হয় :

‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের সীমা লঙ্ঘনকারী দখলদারদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ক্ষুধার্তদের আহার দিন, উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিন এবং তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন শক্তিশালী অভিভাবক নিয়োগ করুন। হে আল্লাহ! ইসলামকে বিজয়ী করুন, মুসলমানদের সম্মান দিন, মুমিনদের শক্তি দিন। আর শত্রুদের চূর্ণ করে দিন।’

এই খুতবা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—একটি মুসলিম জীবনের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে তিনটি মূলনীতির ওপর : (১) আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান ও তাকওয়া (২) শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত (ইখলাস) (৩) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর অনুসরণ।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যে তিনি আমাদের ঈমান, ইখলাস ও সুন্নাতের ওপর অটুট থেকে আমল করার তাওফিক দান করেন।

সদকায় মিলে সম্মান ও নিরাপত্তার জীবন

মাইমুনা আক্তার

মহান আল্লাহকে খুশি করার আশায় সম্পদ, সময়, শ্রম বা সদাচরণ উৎসর্গ করাকে সদকা বলা হয়। মানুষের জীবনে সদকার বহু ইতিবাচক প্রভাব আছে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তিতে সদকার বিশেষ অবদান রয়েছে। যেমন মানুষের জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো গুনাহ।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আর তোমাদের প্রতি যে মুসিবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা : শুরা, আয়াত : ৩০)

বোঝা যাচ্ছে গুনাহের সঙ্গে মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা, ব্যর্থতা ও হতাশার যোগসূত্র রয়েছে। গুনাহ কমে গেলে সমস্যাগুলোও অনেকাংশে কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সদকা হলো, সেই পানির মতো, যা গুনাহের আগ্রাসী আগুনকে নিভিয়ে দেয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানি কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খয়রাত গুনাহসমূহকে বিলীন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। নামাজ মুমিনের নুর (আলো) এবং রোজা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২১০)

মানুষের কল্যাণে কাজ করা এবং মানুষের অভাব নিবারণে চেষ্টা করাও এক ধরনের ইবাদত। এ ধরনের ইবাদত মানুষকে বড় বড় বিপদ থেকে সহজে উত্তরণের রাস্তা করে দেয়। ঢাল হয়ে অকল্যাণের দমকা হাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে। নবীজি (সা.)-এর কাছে প্রথম দিকে জিবরাইল (আ.) এলে তিনি আতঙ্কে পড়ে যান এবং তাঁর সহধর্মিণী খাদিজা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, ‘খাদিজা আমার কী হলো, আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি।’ তখন খাদিজা

(রা.) নবীজি (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

আপনি আত্মীয়দের খোঁজখবর নেন, সত্য কথা বলেন, সহায়হীন লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদের উপার্জন করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আসা বিপদ-আপদে পতিত লোকদের সাহায্য করে থাকেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৯৫৩)

অর্থাৎ এই গুণগুলো মানুষের জীবনকে নিরাপদ করে তোলে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে। আল্লাহর ক্রোধ থেকে মুক্তি ও অপমৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেও সদকা উপকারী আমল। হাদিস শরিফে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দান-খয়রাত আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।’

(তিরমিজি, হাদিস : ৬৬৪)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আবু উমামা (রা.) বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘সৎকর্ম মানুষের অপমৃত্যুর আশঙ্কা দূর করে, গোপনে সদকা করা আল্লাহর গজব নিবারণ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা আয়ু বৃদ্ধি করে।’ (তাবরানি)

শুধু আয়ুই বৃদ্ধি করে না, বরং সম্পদ বৃদ্ধি করে, পরিবার-পরিজনের মনে তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে, যা সুখময় জীবনে সহায়ক। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে ভয় করে এবং আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৫৮)

তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি সুখী ও নিরাপদ জীবন গঠনে সদকা একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

মহান আল্লাহ সবাইকে বেশি বেশি সদকা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মেসেজের মাধ্যমে তালাক দিলে কি কার্যকর হবে?

মুফতি সাদেকুর রহমান

প্রশ্ন: মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে তালাক দিলে কি তা কার্যকর হবে? যদি হয় তাহলে এ তালাক কখন কার্যকর হবে, মেসেজ লেখার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি স্ত্রীর কাছে মেসেজ পৌঁছানোর পর?

উত্তর: মুখে তালাক দিলে যেভাবে তালাক হয় তেমনি মেসেজের মাধ্যমে তালাক পাঠালেও তালাক পতিত হয়। আর তালাক কখন কার্যকর হবে? স্ত্রীর কাছে মেসেজ পৌঁছার পর নাকি মেসেজ লেখার পর থেকেই- এটা নির্ভর করবে মেসেজ লেখার ধরনের ওপর। যদি মেসেজে এভাবে লেখা হয় যে, ‘যখন আমার এই বার্তা তোমার কাছে পৌঁছবে তখন থেকে তুমি তালাক’ তাহলে স্ত্রীর কাছে মেসেজ পৌঁছার পরই তালাক হবে- স্ত্রী মেসেজটি পাঠ করুক বা না করুক।

সুতরাং স্ত্রীর কাছে মেসেজ পৌঁছার আগেই যদি স্বামী তা ডিলেট করে দেয় তাহলে আর তালাক হবে না।

আর যদি লেখে- ‘তুমি তালাক’ তাহলে লেখার পর থেকেই তালাক হয়ে যাবে- মেসেজ স্ত্রীর কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক।

সূত্র: সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২০৩৯, ফাতাওয়া শামী-৪/৪৫৬ (জাকারিয়া) বাদায়েউস সানায়ে-৩/১০৯. ফাতাওয়া হিন্দিয়া-১/৩৭৮, ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৬৫. কাওয়াইদুল ফিকহ-১৩০ (দারুল কিতাব) ফাতাওয়া তাতারখানিয়া-৪/৫২৮ (জাকারিয়া), আল মহিতুল বুরহানী-৪/৪৮৬

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৮.০৭.২৫ শুক্রবার	3:22	4:54	01:45	6:39	9:25	10:45
১৯.০৭.২৫ শনিবার	3:24	4:55	01:30	6:38	9:24	10:45
২০.০৭.২৫ রবিবার	3:25	4:56	01:30	6:38	9:23	10:45
২১.০৭.২৫ সোমবার	3:27	4:57	01:30	6:37	9:22	10:45
২২.০৭.২৫ মঙ্গলবার	3:28	4:58	01:30	6:37	9:21	10:45
২৩.০৭.২৫ বুধবার	3:30	5:00	01:30	6:36	9:20	10:45
২৪.০৭.২৫ বৃহস্পতিবার	3:32	5:01	01:30	6:36	9:19	10:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেটের সূচি প্রকাশ

পোস্ট ডেস্ক : ১২৮ বছর পর আবারও অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে হবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। ৬টি দল অংশ নেবে। মূল শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পোমেনার ফায়ারগ্রাউন্ড স্টেডিয়ামে হবে ক্রিকেট। তিন বছর আগেই অলিম্পিক ক্রিকেটের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স শুরু হবে ২০২৮ সালের ১২ জুলাই। শেষ হবে ২৯ জুলাই। ক্রিকেট শুরু হবে অলিম্পিকের উদ্বোধনী দিনই।

১২ জুলাই থেকেই হবে ক্রিকেট। প্রথমে শুরু হবে নারীদের প্রতিযোগিতা। অধিকাংশ দিন দুটি করে ম্যাচ হবে। তবে ১৪ জুলাই এবং ২১ জুলাই কোনও ক্রিকেট ম্যাচ থাকবে না।

নারীদের ক্রিকেটে পদকের ম্যাচগুলি হবে ২০ জুলাই। পুরুষদের ক্রিকেটের পদকের ম্যাচগুলি হবে ২৯ জুলাই। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে ক্রিকেটার থাকবেন। দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ১৮০ জন ক্রিকেটার ২০২৮ সালের অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পাবেন।

স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে ক্রিকেট ম্যাচ। ভারতে খেলা দেখা যাবে রাত সাড়ে ৯টা এবং সকাল ৭টায়। প্রাথমিক সূচি ঘোষণা হলেও ৬টি দলকে কী ভাবে বেছে নেওয়া হবে তা এখনও জানায়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

আয়োজক হিসেবে ক্রিকেটের দুটি ইভেন্টেই যুক্তরাষ্ট্রের দল থাকবে। আরও পাঁচটি করে দল খেলার সুযোগ পাবে। অনেক দেশই এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে।

১৯০০ সালে একবারই অলিম্পিকে ক্রিকেট হয়েছিল। সেবার ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ইংল্যান্ড। এই দুটি দেশই শুধু অংশ নিয়েছিল অলিম্পিকে ক্রিকেটে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসের পর ২০৩২ সালের ব্রিসবেন গেমসেও ক্রিকেট হওয়ার কথা রয়েছে। পর পর দুটি অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটাররা।

ইউরোপ সেরাদের হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি

প্রথমার্ধেই অনেকটা পিছিয়ে পড়ে 'ফেভারিট' হিসেবে মাঠে নামা পিএসজি

ডেস্ক: ফাইনালে ফেভারিট বলে কিছু হয় না। প্রাচীন এই 'প্রবাদ' যে কতটা মোক্ষম, তা আবার প্রমাণিত। ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে 'ফেভারিট' হিসেবে চেলসির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। মরশুমে পঞ্চম ট্রফি জয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল 'লেস প্যারিসিয়েন্স'রা। ফাইনালের মহা লড়াইয়ের বহু আগে থেকেই নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার দখল নিয়েছিলেন পিএসজি'র সমর্থকরা। তাঁদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল সেমিফাইনালে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে দলের অভূতপূর্ব জয়। তাই উৎসবের প্রস্তুতিও সেরে রেখেছিলেন তাঁরা। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নিয়ে মুখ বেজার করেই তাঁদের ফিরতে হল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফরাসি ক্লাবকে সোজাসাপটা ৩ গোলের মালা পরিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল চেলসি।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুরু থেকেই প্রেসিং ফুটবলে পিএসজি রক্ষণকে ব্যস্ত রাখে চেলসি। ৮ মিনিটে জোয়াও পেদ্রোর বুদ্ধিদীপ্ত ফ্লিকে বক্সের ভিতর বল পেয়ে যান কোল পালমার। পড়িমড়ি করে ঝাঁপিয়েও ইংলিশ তারকার মাটি ঘেঁষা শটের কোনও নাগাল পাননি পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা। শুরুতেই গোল খেয়ে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়ে পিএসজি। প্রথম গোলের ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই ৩০ মিনিটে চেলসির ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পালমার। মরশুমে এটা ছিল তাঁর ১৮তম গোল। বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের শটে ফের বিপক্ষের জাল কাঁপান তিনি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ৪৩ মিনিটে ইংলিশ ক্লাবকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন ব্রাজিলীয় তারকা হোয়াও পেদ্রো। পিএসজি গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল গোলে পাঠান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজি'র ম্যাচে ফেরার যাবতীয় চেষ্টাকে রুখে দেয় চেলসি ডিফেন্স। তবে এক্ষেত্রে তাদের রক্ষণ দুর্গের শেষ স্তম্ভ গোলকিপার রবার্ত সানচেজের কথা আলাদা করে বলতেই হবে। ৪৭ মিনিটে জর্জীয় তারকা খভিচা কাভারাটস্খেলিয়ার জোরাল শট রুখে দেন সানচেজ। ৫২ মিনিটে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন দেম্বেলে। মাথা ঠান্ডা রেখে সেই গোলও বাঁচান তিনি। এর ছ'মিনিট পর ভিতিনহার আগুনে শট কোনও ক্রমে রক্ষা করেন চেলসি কিপার। দ্বিতীয়ার্ধে এভাবেই একাধিক গোল বাঁচিয়ে হিরো বনে যান ইংলিশ ক্লাবের অতন্দ্রপ্রহরী সানচেজ।

যদিও খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে ৮০ মিনিটেই গোল পেয়ে যেতে পারতেন চেলসিকে চার গোলে এগিয়ে দিতে পারতেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা লিয়াম ডেলাপ। যদিও কিঞ্চিৎ তাড়াহুড়োতে পিএসজি গোলরক্ষক দোন্নারুমার পায়ে মেরে বসেন তিনি। গোল না পেয়ে একটু বেশিই হতদ্যম হয়ে পড়েছিল পিএসজি। ৮৫ মিনিটে চেলসির স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়াকে চুল ধরে ফেলে দেওয়ার জোয়াও নেভেসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয় পিএসজি'কে। ম্যাচের একেবারে অন্তিমে গঞ্জালো রামোস পিএসজি'র হয়ে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেলেও হেলায় হারান। ৬৭ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখেছিল পিএসজি। কিন্তু 'গোল দখলে'র লড়াইয়ে শুরু থেকে পিছিয়ে পড়েই পিছলে যেতে হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ীদের। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ মরশুমে লুইস এনরিকের দল চারটি ট্রফি জিতেছে। যার মধ্যে আছে ফরাসি লিগ, কুপে দে ফ্রান্স, ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। পঞ্চম ট্রফি হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিল তারা। যদিও চেলসির কাছে পরাজয়ের পর মরশুমে পঞ্চম ট্রফি জয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে হল পিএসজি'কে।

ম্যাচের সেরা হয়ে পালমার বলেন, "অসাধারণ একটা অনুভূতি। ম্যাচের আগে তো আমাদের দল নিয়ে অনেকেই সংশয়ে ছিলেন। যেভাবে লড়াই করেছি আমরা, তা এককথায় দুর্দান্ত।" চেলসি কোচ এনজো মারেস্কার কথায়, "আমার মনে হয়, প্রথম ১০ মিনিটেই ম্যাচটা আমরা জিতে নিয়েছি। কঠিন আবহে ছেলেরা দারুণ ফুটবল উপহার দিয়েছে। এই জয়ের ভাগিদার সবাই। স্মরণীয় মুহূর্ত। আনন্দ বোঝানোর মতো কোনও শব্দ নেই।"

ইশাকের জন্য ১২০ মিলিয়নের প্রস্তাব লিভারপুলের

পোস্ট ডেস্ক : গত মৌসুমে লিভারপুলের নতুন কোচ হয়েও দলবদলের বাজারে তেমন অর্থ খরচ করেননি আর্নে স্লট। জার্গেন ক্লপের রেখে যাওয়া দল নিয়ে দাপটের সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন তিনি। কিন্তু নতুন মৌসুম ঘিরে লিভারপুল ইতিহাসের স্মরণীয় কেনাকাটার পথে হাঁটছেন স্লট।

ক'দিন আগে বায়ার লেভারকুসেন থেকে ১১৬ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে ফ্লোরিয়ান উইর্টজকে কিনেছে লিভারপুল। যিনি লিভারপুল ইতিহাসের তো বটেই প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে দামী ফুটবলার। এবার ওই রেকর্ডও ভাঙতে চলেছে অল রেডসরা। নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে ২৫ বছর বয়সী সুইডিশ স্ট্রাইকার অ্যালেক্সজান্ডার ইশাককে কিনতে চাচ্ছে লিভারপুল। সংবাদ মাধ্যম দি অ্যাথলেটিকস দাবি করেছে, ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির ইশাকের জন্য ১২০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব দিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্টরা।

সংবাদ মাধ্যমটি দাবি করেছে, নিউক্যাসলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই প্রস্তাব দিয়েছে লিভারপুল। রেডসরা বলেছে- রাজি থাকলে সর্বোচ্চ ১২০ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে পারবে তারা। তবে সৌদি অর্থের ঝনঝনানিতে চলা ম্যাগপাইরা ইশাককে বিক্রি করতে চায় না।

গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩২ গোল করা ইশাক অবশ্য শিরোপা জয়ের আশায় নিউক্যাসল ছাড়তে চান। সেজন্য গত মৌসুমে সেরা পাঁচে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত করা নিউক্যাসল ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার হুগো একিটিকের দিকে নজরে রাখছে।

মজার বিষয় হচ্ছে লিভারপুলও ইশাকের বিকল্প হিসেবে একিটিকেকে পছন্দ করে রেখেছে। অর্থাৎ নিউক্যাসল ইশাককে বিক্রি না করলে জার্মান ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে একিটিকেকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করবে স্লটের দল। তার বাজারদর ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড।

নতুন কোচ পেলেন রোনালদো-মানেরা

পোস্ট ডেস্ক : দুই মাসের ব্যবধানে আল-হিলাল ছেড়ে সউদী প্রো লিগের প্রতিদ্বন্দ্বী দল আল-নাসরে যোদ দিলেন জর্জ জেসুস। ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, সাদিও মানেদের নতুন কোচ হিসেবে স্তেফানো পিওলির স্থলাভিষিক্ত হলেন এই পর্তুগিজ অভিজ্ঞ কোচ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার এই ৭০ বছর বয়সীর সঙ্গে এক বছরের চুক্তির ঘোষণা দেয় আল নাসর।

জেসুসের কোচিং ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। দ্বিতীয়বার আল-হিলালের দায়িত্ব নিয়ে ২০২৩-২০২৪ মৌসুমে দলটিকে ঘরোয়া ট্রেবল জেতান জেসুস। কিন্তু গত মে মাসে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এলিট পর্বে সেমি-ফাইনালে সউদী আরবের আরেক দল আল-আহলির কাছে হারের পর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ২০১৯ সালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোকে জেতান কোপা লিবের্তাদোরেস।

দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরের কম সময়ে গত মাসে আল নাসরের দায়িত্ব ছাড়েন ইতালিয়ান কোচ পিওলি। তার কোচিংয়ে গত মৌসুমে সউদী প্রো লিগে তৃতীয় হয় আল নাস্র। চ্যাম্পিয়ন আল-ইত্তিহাদের চেয়ে ১৩ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে আসর শেষ করে দলটি।

রিয়ালে ১৩ মৌসুম কাটিয়ে মডরিচ এখন মিলানের

পোস্ট ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে দীর্ঘ ১৩ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন লুকা মডরিচ। ক্লাব বিশ্বকাপ শেষ হতেই সোমবার এক বছরের জন্য ইতালিয়ান জায়ান্ট এসি মিলানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার।

রিয়ালের জার্সিতে এক যুগের বেশি সময় কাটিয়ে ৩৯ বছর বয়সী মডরিচ ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন ২৮টি শিরোপা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছয়টি ইউরোপীয় কাপ, ছয়টি ক্লাব বিশ্বকাপ, পাঁচটি ইউরোপীয় সুপার কাপ, চারটি স্প্যানিশ লিগ, দুটি কোপা দেল রে এবং পাঁচটি স্প্যানিশ সুপার কাপ রয়েছে।

চলতি বছরের মে মাসে রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা দেন মডরিচ। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল থেকে রিয়ালের বিদায়ের মাধ্যমে শেষ হয় ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবটিতে তার গৌরবময় অধ্যায়।

নতুন ক্লাবে পা রেখে মডরিচ বলেন, 'এসি মিলানে এসে দারুণ লাগছে। সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক, সেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমি।'

ভিয়েতনাম পারল, আমরা কেন পারলাম না

ড. মোস্তফা কে মুজেরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের আমদানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করেছে। এ ইস্যুটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র আমদানি সংকোচনের লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নিয়েছে। আমদানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ব্যয় কমে যাবে। আজ থেকে তিন মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র বর্ধিত শুল্কারোপ সংক্রান্ত খসড়া তালিকা ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন দেশের আপত্তির মুখে বর্ধিত শুল্কারোপের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ তিন মাস সময়ের মধ্যে কোনো কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ওপর ধার্যকৃত শুল্কহার যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ভিয়েতনামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভিয়েতনাম থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ শুল্কারোপের কথা জানানো হয়েছিল। ভিয়েতনাম সরকার যুক্তরাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাচনার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কহার ৪৬ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছিল। সেখান থেকে ২ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে এ বর্ধিত শুল্কহার প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য গড়ে ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক প্রদান করে থাকে। বর্ধিত নতুন শুল্ক হার বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ (৩৫+১৫=৫০) শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। বিশেষ একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বৃহৎ গন্তব্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসামগ্রীর একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৪৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে ১৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। যে সামান্য কয়টি উন্নত দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ মোট ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। একই সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য। ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অনুকূলে উদ্বৃত্ত রয়েছে ৬২৬ কোটি ডলার। বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক, ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন সবার শীর্ষে ছিল। দেশটি মোট ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের হিস্যা হচ্ছে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ মোট ৩৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক সামগ্রীর বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। আর তৃতীয় স্থানে থাকা ভিয়েতনাম একই বছর মোট ৩৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। তাদের বাজার হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ০৯ শতাংশ। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয় ৭৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যের।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উচ্চহারে বাড়তি শুল্কারোপের ফলে দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও নিকটতম প্রতিযোগী হচ্ছে ভিয়েতনাম। তাদের ওপর প্রাথমিকভাবে ৪৬ শতাংশ বাড়তি শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সে অবস্থা থাকলে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে থাকতে পারত। কিন্তু ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের ওপর আরোপিত বর্ধিত শুল্কহার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আগামীতে ভিয়েতনামকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ (২০+১৫=৩৫) শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের মূল্য ভিয়েতনামের সমজাতীয় পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশি পণ্যের পরিবর্তে ভিয়েতনামের পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। মার্কিন আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে বেশি শুল্ক দিয়ে পণ্য আমদানির পরিবর্তে ভিয়েতনাম থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্য আমদানির চেষ্টা করবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমে যাবে। সেই সুযোগে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজার দখলের চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের দৃষ্টি তখন ভিয়েতনাম বা অন্য দেশের প্রতি নিবদ্ধ হবে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের তুলনায় অন্তত ১৫ শতাংশ কম মূল্যে ভিয়েতনাম থেকে একই ধরনের পণ্য আমদানি করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকসামগ্রী নিয়ে সবচেয়ে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে ভিয়েতনামের সঙ্গে। প্রাথমিকভাবে যখন যুক্তরাষ্ট্র বর্ধিত শুল্কারোপের ঘোষণা দেয়, তখন ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ হারে বর্ধিত শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ধিত শুল্কহার নির্ধারণ করা হয় ৩৭ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সফল আলোচনা মাধ্যমে তাদের ওপর আরোপিত বর্ধিত শুল্কহার ৪৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ধিত শুল্কহার কমানো হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। আগে বর্ধিত শুল্কহার ছিল ৩৭ শতাংশ। এখন তা ৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের রপ্তানি পণ্য তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পাবে। অন্য দেশের ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক কমানো হলেও তেমন কোনো সমস্যা ছিল না।

কিন্তু ভিয়েতনাম অনেক দিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তাই ভিয়েতনাম যদি কোনো ধরনের শুল্ক সুবিধা পায়, তা বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোনো ধরনের আবেগ দিয়ে চলে না। ভোক্তারা যেখানে তুলনামূলক কম মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য পাবে, সেখান থেকেই পণ্য ক্রয় করবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভিয়েতনাম বাংলাদেশি তৈরি পোশাকসামগ্রীর যতটা ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী, ভারত ততটা নয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে মোট ৩৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। আর ভারত একই বছর ১৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। ভারতের বাজার হিস্যা হচ্ছে ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক রপ্তানি বাজারে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের জন্য যতটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারবে, ভারত তা পারবে না। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের পার্থক্য এখানেই যে, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কার্যত তৈরি পোশাকনির্ভর। আর ভারত তাদের রপ্তানি পণ্য তালিকাকে বহুমুখীকরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসামগ্রী মোট পণ্য রপ্তানির ৮৪ শতাংশের মতো। আর এ শিল্প খাতটি আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং ক্যাপিটাল মেশিনারিজনির্ভর বলে জাতীয় অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকশিল্পের মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ভারত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ভারতের রপ্তানি পণ্য তালিকার একটি বড় অংশজুড়ে আছে স্থানীয় কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজনির্ভর পণ্য। ফলে তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন তুলনামূলকভাবে বেশি।

ভিয়েতনামের মতো যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত বাড়তি শুল্ক আলোচনার মাধ্যমে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, আগামীতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বাড়তি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিন মাস সময় দিয়েছিল সমঝোতার জন্য। ভিয়েতনাম এ সুবিধা পুরো মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা সেই আলোচনার সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিনি।

যুক্তরাষ্ট্র ৯ জুলাই পর্যন্ত আলোচনার সময় দিয়েছিল। আর বাংলাদেশ সত্যিকার আলোচনা শুরু করে ৯ জুলাই থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত। প্রশ্ন হলো, এই তিন মাস আমরা কী করেছি? ভিয়েতনাম তো অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। তারা বিভিন্নভাবে লবিং করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা প্রস্তাবিত বাড়তি শুল্কহার যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমরা সঠিক সময়ে সঠিক টিম দ্বারা নেগোসিয়েট করিনি। তাই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি। তবে এখনো সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাড়তি শুল্কহার কমানো যতটা সহজ ছিল, এখন হয়তো ততটা সহজ হবে না।

তবে আলোচনার মাধ্যমে শুল্কহার একটা যৌক্তিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করে শুল্কহার কমানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

UK and France agree 'one in, one out' pilot scheme to allow return of asylum seekers

Post Desk: The Prime Minister announced that a pilot scheme has been agreed with the President of France, under which migrants and asylum seekers who arrive in the UK by small boat can be returned back to France.

Under the 'one in, one out' agreement, France will take back asylum seekers who have crossed into the UK by small boat and who cannot prove a family connection to the UK. In exchange for each person returned, the UK will accept one asylum seeker from France who can demonstrate a genuine family link to the UK.

Kier Starmer said: "For the very first time, migrants arriving via small boat will be detained and returned to France – in short order. In exchange for every return, a different individual will be allowed to come here via a safe route, controlled and legal, subject to strict security checks, and only open to those who have not tried to enter the UK illegally. This will show others trying to make the same journey that it will be in vain. And the jobs they've been promised in the UK will no longer exist – because of the nationwide crackdown we're delivering on illegal working – which is on a completely unprecedented scale."

In a press release, the Home Office explained: "Under the new UK-France pilot, any asylum claim submitted by a migrant who has crossed the Channel will be considered for inadmissibility and, if declared inadmissible, the Home Office will organise readmission of the individual to France. For those coming to the UK legally, an individual in France will submit an Expression of Interest application to the new route and the Home Office will make a decision once they have undergone biometric checks. Anyone who had arrived by small boat and returned to France will not be eligible for the legal route to the UK."

The Home Office added that the scheme will be tested first before being gradually ramped up.

According to a report in The Times, the pilot scheme is only expected to see up to 50 asylum seekers a week being returned to France, with the same number coming in exchange to the UK.

The agreement will be finalised and signed pending legal review and approval by the European Commission and EU Member States, as it concerns the EU's external border. If the agreement is approved, the pilot scheme is scheduled to start "within a few weeks".

The Prime Minster told a press conference that a pilot was needed to see if the scheme would work, and if it does work, it would break the model of the people smuggling gangs. He said he would not go into the details of who will be returned, as that could undermine how the scheme will operate.

In response to the announcement, Refugee Action emphasised that under the Refugee Convention, anyone arriving in the UK has the right to seek asylum. It criticised the Prime Minister for trivialising life-and-death decisions faced by people seeking safety, likening his 'one in, one out' slogan to "a nightclub door policy". Asylum Matters described the pilot scheme as "another expensive, ineffective, dangerous Rwanda-style gimmick".

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), however, said it welcomed the announcement of the pilot scheme, provided it is appropriately implemented. UNHCR said full details are not yet available, but it understands that the scheme would uphold access to asylum, as people transferred back to France will have the possibility to claim asylum there.

In a statement, Philippe Leclerc, UNHCR Director of the Regional Bureau for Europe, noted: "Precise operational details of the scheme have yet to be disclosed, and these will be critical in determining how the agreement is implemented in practice. However, if implemented in line with international law, standards and safeguards, the pilot could offer access to protection to asylum-seekers and refugees on both sides of the Channel, with the UK and France demonstrating a shared responsibility and commitment to supporting people fleeing war, violence and persecution."

Enver Solomon, CEO of the Refugee Council, stressed the importance of maintaining the UK's role as a safe haven for those fleeing conflict and persecution. He welcomed greater cooperation with France but called for a comprehensive strategy involving more safe pathways to the UK, international collaboration, and measures to tackle smuggling gangs. While he acknowledged the UK-France deal as an important first step, he underlined the need for it to be implemented with fairness, respect, and dignity for those seeking asylum.

The full text of today's UK-France Leaders Declaration is available here, and the section on irregular migration is excerpted and reproduced below:

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Championship For Barking Abbey Lions

By Emdad Rahman : The summer sun shone bright over Ilford Cricket Club as the borough's finest young cricketers assembled for the annual Barking and Dagenham Borough 6 a side cricket competition. A festival of flair, inclusivity, and passion, the tournament featured Year 7, 8, 9, and girls' competitions, bringing together cricketing talent from across the borough in a format designed to encourage explosive batting, sharp fielding, and above all, full team participation.

This year's competition saw fierce participation from Warren, Eastbury, Eastbrook, Riverside, Sydney Russell, Robert Clack, Greatfields, Jo Richardson, and eventual champions Barking Abbey. The short 5 over format provided a thrilling spectacle in every match, with narrow victories, dramatic chases, and moments of individual brilliance lighting up the turf.

From the outset, Barking Abbey showcased their credentials with a fearless approach, choosing to chase in all their pool stage matches. One game in particular saw them needing 40 off the final over – a near impossible task, but thanks to calm heads and clean striking, they got over the line, setting the tone for the rest of their campaign.

Key performances in the group stages came from Mohammed Shahzad Abbasi, whose consistency with the bat was pivotal, including a crucial 20+ score in that tense chase. Musa Ahsan tore through batting lineups with a stunning over that yielded three wickets, finishing as the tournament's top wicket taker.

The heartbeat of Barking Abbey's campaign, however, was their disciplined bowling unit. Kunsh Arora, Furqan Ahmed, Zakariya Mohammed Shiraz, and Dylan Seaton executed their plans with remarkable precision, rarely giving away easy runs and building pressure with every over.

In the final, Barking Abbey were asked to bat first – unfamiliar territory after a series of successful chases. But any nerves were quickly settled by an explosive partnership that will live long in tournament folklore. Shahzad stood tall with an unbeaten 20, while Furqan Ahmed, supported ably by the likes of Saif Jamil unleashed mayhem, smashing an incredible 49 not out from just 15 balls, laced with four towering sixes. The pair propelled Barking Abbey to a mammoth 76 in their 5 overs – a total that would prove beyond reach.

The final was sealed with an equally commanding display in the field. Furqan turned up the heat with a ferocious spell clocking in the mid 60s mph, claiming an early breakthrough. Dylan then triggered a key dismissal, inducing a top edge that was brilliantly caught by Mohammed Ihsan Hossain, the outstanding wicketkeeper of the tournament. Then came a moment of pure athleticism as Zakariya Mohammed Shiraz plucked a rocket of a shot high to his right off Shahzad's bowling, a catch that epitomised Barking Abbey's commitment and focus.

A complete team effort secured the win, but there was no denying the standout performer. With bat and ball, Furqan Ahmed was a class apart, and rightly earned the Player of the Tournament award for his all round brilliance and that unforgettable 49 off 15.

Barking Abbey Squad:

- Zakariya Mohammed Shiraz
- Mohammed Shahzad Abbasi
- Dylan Seaton
- Furqan Ahmed
- Saif Jamil
- Mohammed Ihsan Hossain
- Musa Ahsan
- Kunsh Arora

Speaking after the triumph, the team coach Haaris Ayub reflected proudly on the journey; "The boys thoroughly deserved their win for their commitment to training – from early morning indoor sessions in winter to summer nets on Tuesdays and Fridays.

"It was a real team performance; accuracy with the ball, discipline in the field, and contributions with the bat. The boys are a joy to teach and coach. I hope playing this tournament at the historic Ilford Cricket Club shows them and others how accessible joining local cricket clubs can be."

The Barking & Dagenham 6 a side tournament once again proved that grassroots cricket in East London is alive and thriving.

For Barking Abbey, the trophy is more than silverware – it is a testament to dedication, unity, and belief.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah | Sadaqah | Zakat | Fitra
Fidya | Kaffara | Qurbani

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1062 ◆ Friday 18 July - Thursday 24 July 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

কাবার উপরে সরাসরি সূর্যের অবস্থান

পোস্ট ডেস্ক : এক বিরল এবং আশ্চর্যজনক স্বর্গীয় ঘটনা। মঙ্গলবার মক্কার পবিত্র কাবার ঠিক উপরে সরাসরি অবস্থান করছিল সূর্য। যার ফলে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নির্ভুলতার সাথে কিবলা - নামাজের দিক - নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনার তাৎপর্য এই যে, এই সময়ে পৃথিবীর যে কোনও উল্লম্ব বস্তুর ছায়া কাবার থেকে দূরে সরে যায়, যা কিবলার দিক নির্ধারণে সহায়তা করে। জেদ্দা অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মক্কার আকাশে সূর্য সরাসরি কাবার সাথে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছিলো, যার ফলে ছায়া সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্য দেখা যায় এমন যেকোনো স্থান থেকে

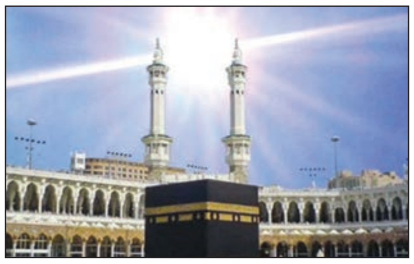

কিবলা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয়েছে। 'সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি থেকে দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকে এবং প্রায় ২১.৪ ডিগ্রি উত্তরে মক্কার অক্ষাংশ অতিক্রম করে, তখন এই ঘটনাটি ঘটে।

সোলার জেনিথ নামে পরিচিত, এই ঘটনাটি সাধারণত বছরে দুবার ঘটে, মে মাসের শেষের দিকে এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে। কারণ পৃথিবী অক্ষ বরাবর ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে আছে। জেদ্দা অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটির সভাপতি মাজেদ আবু জাহরা উল্লেখ করেছেন যে, মক্কায় যোহরের নামাজের সাথে এই বিরল ঘটনাটি সম্পৃক্ত। কারণ এর বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় তাৎপর্যই বিদ্যমান। এই প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য আধুনিক কোনো সরঞ্জাম ব্যবহার ছাড়াই নির্ভুলভাবে কিবলার দিক নির্ধারণ করার ঐতিহ্যবাহী পন্থা। --১৭ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ডিগবাজি

পোস্ট ডেস্ক : চলতি মাসের শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলনস্কিকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ঠিকঠাক অস্ত্র পেলে রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে মস্কো বা সেন্ট পিটার্সবার্গে হামলা চালাতে পারবেন?' এক দিন আগেই সে কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। এ বার সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই 'ডিগবাজি' খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সুর বদলে বললেন, মস্কোয় হামলা চালানো উচিত নয়!

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, 'মস্কোকে লক্ষ্যবস্তু করা ইউক্রেনের পক্ষে --১৭ পৃষ্ঠায়

বিজেপি সরকারের কঠোর সমালোচনায় মমতা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিজেপি কি জমিদারি পেয়ে গেছে? যাকে ইচ্ছা জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি বলছে। বাংলাদেশ তো আলাদা দেশ।' বুধবার

পশ্চিমবঙ্গে মিছিলে অংশ নিয়ে মমতা

এসব কথা বলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি কলকাতার কলেজ স্কয়ার থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হয়।

মমতা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ২২ লাখ মজদুর আছেন। তারা বাংলায় থাকলে অনেক --১৭ পৃষ্ঠায়

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলা বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। একই সময় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সুয়েইদা শহরে সরকারি বাহিনী ও দ্রুজ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ে ও নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ জানান, ইসরায়েলি বাহিনী বুধবার দামেস্কে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথের কাছে হামলা চালায়। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি সিরীয় সরকারি বাহিনীকে সুয়েইদা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আরেকটি হামলা চালানো হয় শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের কাছে।

সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, এই হামলাগুলোতে অন্তত একজন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়েছে।

এই হামলাগুলো --১৭ পৃষ্ঠায়

এনসিপির ওপর হামলার ঘটনায় জামাতের নিন্দা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পূর্বঘোষিত 'মার্চ টু গোপালগঞ্জ' কর্মসূচিতে ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর --১৭ পৃষ্ঠায়

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর মুখে নেতানিয়াহুর সরকার

পোস্ট ডেস্ক : ইসরাইলের ক্ষমতাসীন জোট থেকে ধর্মভিত্তিক একটি দল সরে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রচ- চাপে পড়ে গেছেন। ইউটিজের ঘনিষ্ঠ মিত্র দ্বিতীয় আরেক চরম রক্ষণশীল দল শাস একই পথে হাঁটতে পারে। সেটা হলে নেতানিয়াহু সরকার পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে।

সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া নিয়ে জোটের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ধর্মীয়ভাবে অতি রক্ষণশীল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার

নিশ্চয়তা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ইউনাইটেড তোরা জুডাইজম (ইউটিজে) দলের ছয় সদস্য গত সোমবার রাতে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তারা পার্লামেন্টের কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে ছিলেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk